জীবনালোক

শ্রীউমাপদ রায় কর্ত্তৃক
লিখিত।

কলিকাতা,

৮১, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে,
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯১ সাল।

ভূমিকা।

যে মহাত্মা "খ্রীষ্টের অনুকরণ" (Imitation of Christ) নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তিনি ধর্ম্ম-পিপাসু—সন্ন্যাস-ধর্ম্মই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার লেখনী-প্রসূত গ্রন্থে তাঁহার হৃদয়ের ভাব অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইয়াছে। মূল গ্রন্থ লাটিন ভাষায় লিখিত। মূল গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ যাহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। এই উপাদেয় ইংরেজী গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমি এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলাম, যে ইহা সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী করিবার জন্য প্রাণে অতিশয় অভিলাষ

এই অভিলাষের বশবর্ত্তী [illegible]হ উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনে এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিলাম। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, এই পুস্তক ইংরেজী গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। অনেক স্থলেই ভাব মা[illegible]

গ্রহণ করা গিয়াছে। এবং কোন কোন স্থলে মূল গ্রন্থ হইতে ভিন্ন মত ও ভাব ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাস্তবিক উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনে ইহা লিখিত হইয়াছে বলাই সঙ্গত।

যাঁহারা ইংরেজী গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন আমার এরূপ আশা নাই। যেরূপ সাধু ও পবিত্র-ভাব-পূর্ণ-হৃদয়ে লিখিত হইলে এই প্রকার গ্রন্থ পাঠ করিয়া মানবের চিত্ত মুগ্ধ হইতে পারে, লেখকের অন্তরে সে ভাবের সম্পূর্ণ অভাব। তবে মূল গ্রন্থের জ্বলন্ত ধর্ম্মভাবের আভাসে যদি কোনও ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তি এই পুস্তক পাঠ করিয়া ধর্ম্মপথে চলিতে কিয়ৎ পরিমাণেও সাহায্য পান তাহাতেই আমার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কলিকাতা,
ই নবেম্বর ১৮৮৪। লেখক।

জীবনালোক।

ধর্ম্মজীবন গঠনের অনুকূল উপদেশ।

প্রথম উপদেশ।

ধর্ম্ম লাভ করিতে যত্নবান্ হও, হৃদয়ের অন্ধকার দূরে পলায়ন করিবে, জীবনের পথ পরিষ্কার হইবে।

পরমেশ্বর সকল ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা তাঁহাকে মনন করিতে যত্নশীল হও।

সেই প্রভুকে জীবনের একমাত্র আদর্শ বলিয়া জানিও; তিনি সকল আদর্শের আদর্শ এবং তিনিই মানবাত্মার জীবনদাতা।

বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না; তাঁহাকে মনের দ্বারা মনন করিতে হয়।

যে সাধু পুরুষ পরমেশ্বরকে প্রীতি করিতে

শিক্ষা করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন।

যথার্থ বিনয়ী হও ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিবে; প্রকৃত বিনয়শূন্য অন্তরে ধর্ম্ম তিষ্ঠিতে পারে না।

মুখে বড় বড় কথা বলিয়া কেহ কখনও ধার্ম্মিক হইতে পারে নাই; সৎজীবনই ধার্ম্মিকের একমাত্র লক্ষণ।

পরমেশ্বরের প্রতি যদি তোমার প্রেম না জন্মিয়া থাকে; যদি তোমার অন্তর বিনীত না হইয়া থাকে; তবে সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াই বা কি হইবে অথবা মহাজনদিগের উক্তি সকল কণ্ঠস্থ করিয়াই বা কি লাভ হইবে? পরমেশ্বরকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে না পারিলে সমস্তই বৃথা—সমুদয়ই পণ্ডশ্রম মাত্র।

যিনি এই সংসারে অনাসক্ত থাকিয়া ঈশ্বর-প্রেমে দিন দিন আসক্ত হইতেছেন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান।

নশ্বর ঐশ্বর্য্যের প্রত্যাশী হইও না; সাংসা-

রিক সম্পদে স্ফীত হইও না। যশের কামনা করিও না।

ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত হইও না। যিনি যে পরিমাণে ইন্দ্রিয় সুখের পশ্চাতে ধাবিত হন, তিনি সেই পরিমাণে আত্মদ্রোহী।

দীর্ঘজীবন লালসা না করিয়া বরং জীবন যাহাতে সাধু হয়, তদ্বিষয়ে যত্নশীল হও।

কেবলমাত্র এই সংসারকে সার জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না, পরকালের বিষয় চিন্তা কর।

এই সংসারের ধন জনে মায়া রাখিও না, কেননা এ সমুদয় শীঘ্রই চলিয়া যাইবে; যেখানে অনন্ত সুখ তথায় গমন কর।

"শরীর ধ্বংস হইলেও ভোগ বাসনা চরিতার্থ হয় না" এই মহাজনবাক্য স্মরণ রাখিও।

অন্তরকে ইন্দ্রিয় সুখ হইতে আকর্ষণ করিয়া সেই অতীন্দ্রিয়ের প্রতি ধাবিত করিতে চেষ্টা কর। কেননা ইন্দ্রিয় সুখে রত থাকিলে বিবেক

মলিন হইয়া যায় এবং ক্রমে তাঁহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় উপদেশ।

তুমি যদি দেখ যে প্রভূত জ্ঞান লাভ করিয়া তোমার ধর্ম্মভয় চলিয়া গিয়াছে, তবে নিশ্চিন্ত থাকিও না।

প্রেমশূন্য মহা পণ্ডিত অপেক্ষা ভগবদ্ভক্ত মূর্খ কৃষক হওয়া ভাল।

আত্মদর্শী হও, জ্ঞানের অহঙ্কার দূরে পলায়ন করিবে; মানুষের প্রশংসা তোমাকে সুখী করিতে পারিবে না। কেননা আমি যদি এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদয় জগৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া থাকি, এবং আমার হৃদয় প্রেমবিহীন হয়, তাহাতে কিছুই লাভ নাই। পরমেশ্বর প্রীতি চাহেন।

বিদ্বান্ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের বাসনা যেন অতিশয় বলবতী না হয়। তুমি যদি বহু বিদ্যায়

পারদর্শী হইয়াও বিনয় লাভ করিতে না পারিয়া থাক তবে তুমি নিশ্চিন্ত হইও না।

কখনও কখনও মানব বিদ্বান্ বলিয়া জন-সমাজে পরিচিত হইতে বাসনা করে;—সাবধান, এরূপ বাসনা যেন তোমার হৃদয়ে স্থান না পায়।

একজন প্রাচীন মহা পণ্ডিত বলিয়াছিলেন "অসীম জ্ঞান-সমুদ্র আমার পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিল, আমি কেবল ইহার উপকূলস্থ কয়েকটী উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিয়া চলিলাম।"

যে জ্ঞান তোমাকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিবে না, সে জ্ঞান জ্ঞানই নহে, সুতরাং তাহার প্রতি আগ্রহের সহিত ধাবিত হওয়া বাতুলতা মাত্র।

অনেক জানিলে শুনিলেই আত্মার কল্যাণ হয় না; কিন্তু সাধু জীবন এবং পবিত্র চিত্তই পরমেশ্বরের নিকট আদৃত।

যিনি যে পরিমাণে জ্ঞানী, তাঁহাকে সেই পরিমাণে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বিচার করিয়া

সংসারের পথে পাদবিক্ষেপ করিতে হইবে। যিনি অতিশয় জ্ঞানী তাঁহার জীবন কলুষিত হওয়া অত্যন্ত গর্হিত। অতএব জ্ঞানী বলিয়া গর্ব্বিত হইও না; জ্ঞান যাহাতে তোমাকে বিনয় ও প্রেমে বিভূষিত করিতে পারে তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও।

অনেক "জান" "শুন" বলিয়া যদি কখনও তোমার অহঙ্কার জন্মায় তবে পূর্ব্বোল্লিখিত পণ্ডিতের বাক্য স্মরণ করিও। কেন না ইহা নিশ্চয়—যে তুমি যতই জান এই বিশ্বের এমন অসংখ্য পদার্থ আছে যাহার বিষয় তুমি কিছুই অবগত নও। অতএব যাহা জান না তদ্বিষয়ে সরল ভাবে অজ্ঞতা প্রকাশ করিও; কখনও অভিজ্ঞতার অভিমান করিও না।

'অধীতশাস্ত্র' বলিয়া কখনও অভিমান করিও না; কেন না এই বিস্তীর্ণ জনসমাজে তোমার অজানিত অনেক সাধু আছেন, যাঁহারা তোমার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে গভীর শাস্ত্রজ্ঞ।

যদি কোনও বিষয়ে তোমার পারদর্শিতা

জন্মিয়া থাকে, প্রদর্শনেচ্ছা পরিত্যাগ কর; মানুষের প্রশংসায় ক্ষতি বই লাভ নাই।

সর্ব্বাপেক্ষা আত্মজ্ঞানই অধিক প্রয়োজনীয়; নির্জ্জনে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন হও প্রভূত উপকার লাভ করিতে পারিবে।

আপনাকে তৃণ অপেক্ষাও লঘু বিবেচনা করিও। তুমি অপরকে যদি পাপে লিপ্ত হইতে দেখ, সাবধান তাহার সহিত তুলনা করিয়া আপনাকে সাধু ভাবিও না; কেন না তুমি জাননা যে তোমার কখন সেইরূপে পতন হইবে। মানুষ মাত্রেই দুর্ব্বল, কিন্তু তুমি আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল ও হীন মনে জানিও।

তৃতীয় উপদেশ।

তিনিই ধন্য, যিনি সত্য, কেবল শাস্ত্রে পাঠ করেন নাই, কিন্তু স্বয়ং সত্যস্বরূপ কৃপা করিয়া যাঁহার অন্তরে প্রকাশিত হইয়াছেন।

মানুষ কখনও আমাদিগকে প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষা

দিতে পারে না ; কেন না মানুষ ভ্রমপূর্ণ। একমাত্র পূর্ণ জ্ঞানের আধার—সত্যস্বরূপই তোমার যথার্থ জ্ঞানদাতা গুরু।

দুরবগাহ্য তত্ত্ব সকলের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া বৃথা সময় অতিবাহিত করিও না। যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছ তাহাই জীবনে প্রতি-পালন করিতে চেষ্টা কর। যে সকল তত্ত্ব অবগত হওয়া তোমার পক্ষে সুকঠিন তাহা জানিতে গিয়া বৃথা পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই; সে বিষয়ে অজ্ঞ থাকিলেও পরমেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইবার পথে কোনও ব্যাঘাত হইবে না।

যে সকল তত্ত্ব অবগত হইলে তোমাকে ঈশ্বর-প্রেমে বিশ্বাসী করিবে বলিয়া জান সে সকল তত্ত্ব অবহেলা করিয়া, কৌতূহল পরবশ হইয়া সামান্য তত্ত্ব আলোচনা করিতে যাওয়া নির্ব্বোধের কার্য্য।

বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া যদি বিশ্বস্রষ্টার অদ্ভুত কৌশল দেখিয়া প্রাণ মুগ্ধ না হয়, তবে বিজ্ঞান

আলোচনায় কোন স্বার্থকতা দেখিতেছি না; শুষ্ক জ্ঞানে মানুষকে উন্নত করিতে পারে না।

অনন্ত জ্ঞানাধার যাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত তাঁহাকে অপর বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতে বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। কেন না সেই অনন্ত জ্ঞানের আধার হইতে এই প্রপঞ্চ জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে। তিনিই এই বিশ্বের আদি, তিনিই ইহার অন্ত। যিনি এই জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরকে হৃদয়ে লাভ করিতে পারিতেছেন না, তিনি অভিজ্ঞ হইলেও কৃপাপাত্র অজ্ঞ।

যিনি এই সমুদয় পদার্থের মধ্যে সেই একমাত্র ঈশ্বরের কৌশলময় হস্ত দেখেন; যিনি এই সমুদয় পদার্থের মূলে পূর্ণ জ্ঞানের আধার এক-মাত্র ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছা স্পষ্ট দেখিতে পান; যিনি সমুদয় পদার্থের মধ্যে তাঁহার একমাত্র প্রভুকে বিরাজিত দেখেন, তিনিই প্রশান্তচিত্ত হইয়া ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান করিতে সক্ষম হন।

হে সত্যস্বরূপ ঈশ্বর! তুমি আমাকে সত্যে

অনুপ্রাণিত কর। আমি অনেক সময় নানা বিষয় অবগত হইতে চেষ্টা করিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়ি, তুমি সকল বিষয়ের সার, প্রভো! তুমি আমার একমাত্র লক্ষ্য হও।

হে পণ্ডিতগণ! তোমরা একবার ক্ষান্ত হও! হে প্রাণিপুঞ্জ! তোমরাও একবার নীরব হও! সমস্ত জগৎ প্রশান্ত ও নিস্তব্ধ হউক, কেবল একমাত্র মহান্ ঈশ্বরের গম্ভীর ধ্বনিতে সমস্ত বিশ্ব পরিপূরিত হইতে থাকুক! তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়া আমি কৃতার্থ হই।

তুমি যে পরিমাণে আত্মসংযমে সমর্থ হইবে; যে পরিমাণে বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া সরল ও পবিত্র ভাবে ঈশ্বর-প্রেমে মগ্ন হইতে পারিবে, সেই পরিমাণে নানা গভীর তত্ত্ব বিনা আয়াসে তুমি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে। কেন না তাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে কেহই জ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

যাঁহার চিত্ত পবিত্র এবং সরল ও শান্তভাব ধারণ

করিয়াছে, তিনি নানাপ্রকার বিষয়ে আবদ্ধ হই-লেও তাঁহার চিত্ত কখনও বিক্ষিপ্ত হয় না; কেন না তিনি যাহাই করেন সকল বিষয়েই তাঁহার প্রভুর ইচ্ছা সুস্পষ্ট দেখিতে পান। যে চিত্ত ভগবানের ইচ্ছার অনুরক্ত হইয়া শান্তিলাভ করিয়াছে, সে চিত্ত কখনই ফল-কামনা করিয়া কার্য্য করে না; সুতরাং ফল লাভের বাসনা তাহাকে বিভ্রান্ত করিতে সক্ষম হয় না।

তোমার অন্তরের দুরাকাঙ্ক্ষাকে দমন কর; দুরাকাঙ্ক্ষা ধর্ম্ম পথের ভয়ানক শত্রু।

সৎ ও সাধু মানব কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া তাহার সদসৎ চিন্তা করেন। সুতরাং কার্য্য তাঁহাকে বিপথগামী করিতে পারে না—তিনি বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন।

মহাযুদ্ধে জয়লাভ করা বরং সহজ—তথাপি আপনার প্রবৃত্তি নিচয়কে দমন করা সহজ নহে। অতএব যাহাতে আমরা কুপ্রবৃত্তি সকলকে দমন

করিয়া ঈশ্বরে চিত্ত-সমাধান করিতে পারি সে বিষয়ে চেষ্টা করা নিতান্ত প্রয়োজন। চিত্ত শান্ত হইলে দিন দিন হৃদয়ে বল পাইব এবং পবিত্রতার পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইব।

এই সংসারে পূর্ণের আদর্শ কোথায় পাইবে? আমরা ক্ষুদ্র—আমাদের জ্ঞানও অসম্পূর্ণ এবং তমসাচ্ছন্ন।

জ্ঞানী হইয়া অজ্ঞ হও, নিশ্চয়ই ঈশ্বরের সম্মুখীন হইতে পারিবে; কেননা গভীর জ্ঞানাভিমানে অন্ধের মত পথভ্রষ্ট হইতে হয়।

এমন মনে করিও না যে, জ্ঞান মাত্রই অকল্যাণের আকর। জ্ঞান ঈশ্বর প্রেরিত—সুতরাং তাহা কখনও অপবিত্র হইতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যদি চিত্ত নির্ম্মল এবং জীবন পবিত্র না হয়, তাহা হইলে সে জ্ঞান অশেষ অকল্যাণের আধার হইয়া উঠে।

এই সংসারে প্রায়ই দেখা যায় যে মানুষ জ্ঞানলব্ধ সত্য জীবনে পরিণত করিতে যত্ন না

করিয়া কেবল জানিবার ইচ্ছাকেই চরিতার্থ করে। এইরূপ করিয়া তাহারা অত্যন্ত প্রতারিত হয়। তাহাদের জ্ঞান-পিপাসাও চরিতার্থ হয় না এবং জীবনও সাধু হয় না।

আহা! মানুষ কূটতর্ক লইয়া যত সময় ও যে পরিমাণ অধ্যবসায় ব্যয় করে; যদি নিজ রিপু দমন করিয়া হৃদয়ের সদ্বৃত্তি সকল বিকশিত করিবার জন্য সেইরূপ পরিশ্রম করিত তাহা হইলে এই সংসার আজ কত সুখের হইত! তাহা হইলে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে বীভৎস আচরণ আর দেখা যাইত না!

আমরা অনেক জানিয়াছি শুনিয়াছি, অনেক ধর্ম্মের কথা বলিয়াছি বলিয়া পরিত্রাণ পাইব না। জীবন যে পরিমাণে বাক্যের অনুগত করিব সেই পরিমাণে আমাদের পরকালে শ্রেয়ঃ হইবে।

এই সংসারের মান মর্য্যাদা চলিয়া যায়; যদি জীবন ভাল হয় তবেই তৎ সমুদায় সার্থক নতুবা সকলই বৃথা।

এই পৃথিবীতে অনেকেই ঈশ্বর সেবা অপেক্ষা বৃথা বিদ্যাভিমান প্রিয়জ্ঞান করিয়া আপনার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। কেননা তাঁহারা ক্ষুদ্র না হইয়া লোকের নিকট বড় হইতে গিয়াছিলেন।

যথার্থ উদারতা মহৎ গুণ। যিনি প্রকৃত বড় হইয়াও আপনাকে ছোট মনে করেন তিনিই যথার্থ মহৎ।

যে মানব পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থকে ধূলি রাশির ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ধর্ম্ম লাভ করিতে প্রয়াসী হন, তিনিই সুচতুর।

যিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্মুখে আপনার সমুদয় ইচ্ছা ও বাসনা বলি দিয়া, তাঁহাকে সার করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী।

চতুর্থ উপদেশ।

হঠাৎ উত্তেজনার বশীভূত হইয়া কোনও কথা শুনিয়া বিশ্বাস করা বা কোনও ব্যক্তির

সম্বন্ধে কোনও কিছু বলা বিধেয় নহে। আমরা যাহা শুনিব বা যাহা কিছু বলিব ধীর-ভাবে ও প্রশান্ত-চিত্তে তাহা বিবেকানুমোদিত কি না ইহা বিশেষ করিয়া চিন্তা করিব।

কিন্তু হায়! আমরা এমনই দুর্ব্বল যে অপ-রের সম্বন্ধে সাধু অপেক্ষা অসাধুবাদ আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়াই বিশ্বাস করি, এবং সেই বিশ্বাসের উপর তাহাকে মন্দ বলি।

সজ্জন যাঁহারা, তাঁহারা লোকের কথা শুনি-য়াই কাহাকেও মন্দ বলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহেন না; কেননা তাঁহারা জানেন যে মানুষ অল্প বা অধিক পরিমাণে ভ্রান্ত—এবং ভাল অপেক্ষা মন্দ ভাব অগ্রে গ্রহণ করিয়া থাকে।

যাহা বলিবে বা করিবে তাহা অতিশয় ধীর ও শান্তভাবে চিন্তা করিবে; এবং নিজে কোন বিষয়ে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছ তাহা ভ্রমশূন্য মনে করিবে না।

শ্রুতমাত্রই কোন কথা বিশ্বাস করিও না; এবং

যাহা শ্রবণ করিয়া বিশ্বাস করিয়াছ তাহা হঠাৎ অপরের নিকট ব্যক্ত করিতে ব্যগ্র হইও না।

কোন বিষয় অবগত হইয়া জ্ঞানী ও সদ্বিবেচক লোকের সহিত বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া তাহার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে চেষ্টা করিবে।

সাধু-জীবন পরমেশ্বরের প্রিয় নিকেতন। এরূপ সাধুলোক নানাবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকেন।

যিনি যে পরিমাণে বিনীত ও পরমেশ্বরে অনুরক্ত তিনি সেই পরিমাণে সদ্বিবেচক; তিনি সেই পরিমাণে আনন্দ ও শান্তি সুখ ভোগ করেন।

পঞ্চম উপদেশ।

শাস্ত্র হইতে পাণ্ডিত্য শিক্ষা করিতে যাইও না—একমাত্র সত্যই শাস্ত্রের রত্ন; যদি পার শাস্ত্র সমুদ্র হইতে সর্ব্বদা সত্য-রত্ন উদ্ধার করিয়া যত্নে রক্ষা করিবে।

শাস্ত্রকারের অভিপ্রায় না বুঝিয়া শাস্ত্র পাঠ করিয়া লাভ নাই।

আমরা শাস্ত্র পাঠ করিয়া যেন ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে চেষ্টা করি; শাস্ত্র যেন আমাদের বাক্-চাতুর্য্যের সহায় মাত্র না হয়।

দর্শন ও বিজ্ঞান গ্রন্থ সকল যেমন আগ্রহের সহিত অধ্যয়ন করিব—সরল ধর্ম্মভাবোদ্দীপক গ্রন্থ সকলও যেন সেইরূপ আগ্রহের সহিত অধ্যয়ন করি।

গ্রন্থকারের পারদর্শিতা যেন তোমার তদীয় গ্রন্থের প্রতি অনুরাগ বা অবহেলার নিয়ামক না হয়। তিনি বিদ্বান্ হউন আর মূর্খ হউন তদীয় গ্রন্থ-মধ্যস্থ সত্যের প্রতি যেন তোমার আদর অক্ষুণ্ণ থাকে।

কোন্ সত্য কে বলিয়া গিয়াছেন, এই বিষয় লইয়া বিবাদ করিও না; কারণ পাপী এবং মূর্খের নিকট যে সত্য লাভ করা যায়, তাহার মূল্যও অনেক অধিক।

মানুষকে দেখিলে কি হইবে? পরমেশ্বর সকল সত্যের প্রস্রবণ; তিনি কখন কাহার মধ্য দিয়া অমূল্য এবং অবিনশ্বর সত্য আমাদিগের নিকট কি রূপে প্রেরণ কবেন তাহা কে বলিতে পারে?

আমবা শাস্ত্রকারের অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত না হইয়া অনেক সময় আপনাদের বুদ্ধি বলে এমন অনেক প্রকার ভাবের উদ্ভাবন করি যাহা তিনি ভাবেন নাই; এইরূপ করিলে শাস্ত্র পাঠে প্রত্যবায় ঘটে।

শাস্ত্রোক্ত বাক্য মাত্রকেই অভ্রান্ত মনে করিও না; কেন না আমাদের শাস্ত্রকারেরা স্বয়ংই সেরূপ আচরণকে দূষণীয় বলিয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্রের প্রত্যেক কথা বিবেকের সহিত মীমাংসা করিয়া গ্রহণ করিবে।

ষষ্ঠ উপদেশ।

বাসনা সকল অশান্তির কারণ; অতএব বাসনা পরিত্যাগ কর।

অহঙ্কারী ও দুরাকাঙ্ক্ষ লোকের শান্তি কোথায়? সন্তোষ লাভ কর, সুখী হইতে পারিবে।

যাহার আসক্তি যায় নাই এবং বাসনার বিরাম হয় নাই—প্রলোভন তাহাকে পদে পদে বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে পারে।

যাহার প্রকৃতি দুর্ব্বল এবং ইন্দ্রিয় সুখের আসক্তি দূর হয় নাই সে কথনই বাসনা হইতে আপনাকে নিরাপদ রাখিতে পারে না। এইরূপ ব্যক্তি বাসনা পরিহার করিতে গিয়া ক্লেশ পায়। তাহার বাসনা তৃপ্তির পথে কোনও বাধা দাও সে ভয়ানক কুপিত হইবে।

বাসনা চরিতার্থ করিয়াই কি তাহার শান্তি আছে? না তাহাও নাই—বাসনা চরিতার্থ করিয়া সে কোথায় সুখী হইবে, না বিবেকের ভয়ঙ্কর শত বৃশ্চিক দংশনে সে জ্বলিতে থাকে।

রিপুকে সমূলে নির্ম্মূল না করিয়া তাহার কামনা চরিতার্থ করিতে গিয়া কে কবে সুখী হইয়াছে ?

অতএব দেখা যাইতেছে যে রিপুর সহিত সংগ্রামেই অন্তরের শান্তি হইয়া থাকে ; তাহার অধীন হইয়া চলিলে শান্তি হারাইতে হয়।

অন্তরেরই হউক আর বাহিরের হউক, বাসনা যাহাকে অধিকার করিয়াছে তাহার শান্তির আশা নাই ; তাহাব অন্তর শত প্রজ্জলিত চিতার প্রবল জ্বালায় জ্বলিতেছে।

তুমি পরমতত্ত্ব জানিতে ব্যগ্র হও সুখী হইবে।

সপ্তম উপদেশ।

ধনজনের গৌরব করিও না, তাহাদের স্থায়িত্বে বিশ্বাস নাই। এই পৃথিবীতে দীনভাবে থাকিতে ভাবনা করিও না ; প্রভুর অনুরোধে সকলের সেবায় রত থাক।

নিজের বিবেচনার জন্য কিছুই রাখিও না, ভগবানে সমুদয় অর্পণ কর।

যথাসাধ্য করিয়া যাও, পরমেশ্বর তোমার সাধু উদ্দেশ্যের সহায় হইবেন।

আপনার বা অপরের বুদ্ধি বিদ্যার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কোন সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। একমাত্র পরমেশ্বরই সকলের বল; তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও।

দর্পহারী পরমেশ্বর দুর্ব্বলের বল।

ধনই থাকুক আর বা প্রভূত ক্ষমতাশালী আত্মীয় স্বজনে পরিবৃত হও, তিলার্দ্ধের জন্যও এসকলের গৌরব করিও না। সমুদয় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সকল ধনের সার, সকল আত্মীয়ের আত্মীয় সেই একমাত্র ঈশ্বরের অনুগত হও তিনি স্বয়ং তোমাকে পরমাত্মীয়ের ন্যায় আলিঙ্গন করিবেন; তিনি তোমার হইবেন।

শরীরের সৌন্দর্য্য এবং অঙ্গসৌষ্ঠবে স্ফীত

হইও না; কেন না সামান্য রোগে এ সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

তুমি যদি অতীব প্রতিভাশালী হও এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে নিমিত্ত আত্মাদর হৃদয়ে স্থান দিও না; কেন না সেরূপ আচরণে পরমেশ্বরের নিকট অকৃতজ্ঞ হইবে। তুমি বুদ্ধিমান বলিয়া তাহাতে তোমার কোন ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে না; পরমেশ্বর তাঁহার অসীম কৃপাগুণে তোমাকে প্রতিভাশালী ও বুদ্ধিমান করিয়াছেন।

আপনাকে বড় জ্ঞান করিও না; কেন না তাহাতে তোমার পতন হইবে।

সৎকার্য্য করিয়াছ বলিয়া গৌরব করিও না; কেন না মানুষের চক্ষে যাহা সৎকার্য্য ঈশ্বরের চক্ষে হয়ত তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; এমন কি অপবিত্র হইলেও হইতে পারে।

যদি তুমি দেখ যে তোমার কোন সদ্গুণ আছে তাহাতে স্ফীত না হইয়া বিনীত হইবে;

কেন না তোমার মধ্যেই যখন পাঁচটী সদ্গুণ আছে তখন অপরের দশটী থাকিতে পারে।

তুমি যদি সকলের নিকট আপনাকে হীন জ্ঞান কর তাহাতে তোমার কোনও ক্ষতি নাই; বরং যদি তুমি বড় হইতে যাও তাহাতে তোমার ধর্ম্ম লাভে বিঘ্ন ঘটিবে।

বিনীত হও, সর্ব্বদা শান্তি সুখ অনুভব করিবে। কদাপি অহঙ্কারকে হৃদয়ে স্থান দিও না; কেন না অহঙ্কারীর হৃদয় ক্রোধ ও দ্বেষে বিদ্ধ হইয়া থাকে।

অষ্টম উপদেশ।

ঈশ্বরপরায়ণ সাধুর নিকট হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে সঙ্কুচিত হইও না।

ধনীর তোষামোদ করিও না।

ধর্ম্মভীরু, সাধু ও সরল লোকের সহিত বাস করিবে। সামান্য রহস্যও পরিত্যাগ করিবে।

মানুষের হাস্য রোষে স্ফীত বা ক্ষুব্ধ হইও

না; পরমেশ্বর এবং সাধু ধর্ম্মাত্মাদিগের সহিত চির-আত্মীয়তা সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পাও।

সকলের সহিত উদারভাবে মিশিতে চেষ্টা করিবে।

আমরা বাহিরে নম্রতা ও সাধুতা দেখাইয়া অপরকে প্রীত করিতে যত্ন করি, কিন্তু আমাদের অন্তরে এমন উত্তাপ আছে, যাহার প্রভাবে মানুষ আমাদের সহবাস এড়াইতে পারিলে নিশ্বাস ফেলিয়া রক্ষা পায়।

নবম উপদেশ।

সত্য বটে আপনি আপনার শাস্তা হওয়া অপেক্ষা অপরের শাসনে থাকিলে দায়িত্ব থাকে না, কিন্তু এমন শাসনকর্ত্তা কোথায় পাইব? পরমেশ্বরই একমাত্র ন্যায়বান্ শাসনকর্ত্তা; অতএব হৃষ্টমনে সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বর-প্রেমের অধীনে দাসত্ব গ্রহণ কর।

প্রাণের অশান্তির তাড়নায় ব্যাকুল হইয়া দেশ

বিদেশে ছুটাছুটি না করিয়া পরমেশ্বরে আত্ম-সমর্পণ কর, শীঘ্রই শান্তি লাভ করিতে পারিবে।

সত্য বটে কখনও কখনও মানুষ নিজ ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া সাময়িক শান্তি লাভ করে, কিন্তু তাহা সকল সময় নিরাপদ নহে।

পরমেশ্বর সর্ব্বদর্শী; আমি আমার যাহা অভাব বলিয়া জানি না তিনি তাহা সম্যক্ বিদিত আছেন; সুতরাং প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে হইলে তাঁহারই ইচ্ছা ও বিধানের উপর সর্ব্বান্তঃকরণে নির্ভর করিতে হইবে।

যাহা সম্যক্ ন্যায়ানুগত বলিয়া করিতে উদ্যত হইয়াছ, যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে বুঝিয়া তাহা পরিত্যাগ কর, তাহাতে তোমার কল্যাণ হইবে।

সৎ পরামর্শ দান করা অপেক্ষা তাহা শ্রবণ করা সহজ; অতএব কাহাকেও সৎ পরামর্শ প্রদান করিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা করিবে।

দশম উপদেশ।

যতদূর সম্ভব সংসারের কোলাহল হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে; কেন না আমরা দুর্ব্বল, সংসারের কোলাহলে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ি।

অধিক কথা বলিওনা; কেন না তাহাতে চিত্তের গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয়।

আমরা যখন পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা বলিব, তখন ইহা লক্ষ্য থাকা আবশ্যক যে যেরূপ কথাবার্ত্তায় পরস্পরের উপকার হইবার সম্ভাবনা সেরূপ ভিন্ন অন্য প্রকার জল্পনায় যেন আমরা সর্ব্বদা রত না হই।

কিন্তু হায়! আমরা যখন পরস্পর কথাবার্ত্তায় রত হই প্রায়ই এই উপদেশ বিস্মৃত হইয়া যাই; সুতরাং সতর্কতার অভাবে আমরা অনেক সময় বৃথা নষ্ট করি।

যখন কতকগুলি ঈশ্বরপরায়ণ সরল হৃদয় ব্যক্তি একত্রিত হইয়া কোন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন তাঁহাদের আলোচনা বিশেষ ফলোপধায়ী হইয়া থাকে।

একাদশ উপদেশ।

আমরা পরচর্চ্চা হইতে নিবৃত্ত থাকিলেই অনেক সময় যথেষ্ট শান্তিলাভ করিতে পারি; কেন না পরচর্চ্চা করিয়া প্রায়ই আমাদের মন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়।

যে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন হয় না; যে অন্তরে প্রবেশ করিয়া আপনার অবস্থা চিন্তা না করিয়া বাহিরে বাহিরে পরচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতে চায়, তাহার অদৃষ্টে শান্তি ঘটে না।

যাঁহার চিত্ত দ্বিধাশূন্য তিনিই ধন্য; কেন না তিনিই শান্তি লাভ করিয়াছেন।

সকলেই ধ্যান নিরত প্রাচীন ঋষিদিগের নাম শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিয়া থাকেন; কেন না তাঁহারা কঠোর তপস্যা দ্বারা সমুদয় বাসনা জয় করিয়া পরমেশ্বরে চিত্ত সমাধান করিয়া নির্জ্জনে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা কি তাঁহাদিগের পদ ধূলির যোগ্য? আমরা রিপুর দাস, আমরা পার্থিব বিষয় লইয়া বিব্রত!

হায়! আমি একটি রিপুকেও সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারিলাম না! ভাল হইবার জন্য আমার জ্বলন্ত উৎসাহ নাই! হায়! তজ্জন্যই আমার ধর্ম্ম-ভাব এমন ম্লান হইয়া রহিয়াছে! যদি প্রতি মুহূর্ত্তে এক এক পা করিয়া আমি পবিত্রতার দিকে অগ্রসর হইতে না পারিলাম, তবে আর আমি মানুষ বলিয়া পরিচয় দিই কেন!

যদি আমরা আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করিতে পারি; যদি অন্তর প্রশান্ত হয়, তবেই আমরা স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিতে পারিব; তবেই আমরা ঈশ্বরদত্ত অমৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারিব।

আমাদের ধর্ম্মজীবনের ব্যাঘাত এই যে আমরা বাসনা ও রিপুকে জয় করিতে না পারিয়া সেই শান্তিময় পথের পথিক হইতে পারি না, যে পথে ঋষিরা তপস্যা বলে অনায়াসে গমন করিয়াছিলেন। আমরা ঈশ্বরকে ধরিতে না পারিয়া সামান্য বিপদেই বিভ্রান্ত হইয়া পড়ি এবং হতাশ

হইয়া নিজের বলে সুখ ও সুবিধা লাভের চেষ্টা করিতে যাই।

আমরা যদি পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া যথার্থ বীরের ন্যায় সংসারের সমুদয় বিপদ আপদ বুক পাতিয়া সহ্য করিতে চেষ্টা করি, নিশ্চয়ই স্বর্গ হইতে ঈশ্বরের বল আসিয়া আমাদিগকে জয়-যুক্ত করিবে; কেন না পরমেশ্বরই আমাদিগকে এই সংসারে শিক্ষা লাভ করিয়া দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন; সুতরাং আমরা যদি তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারি নিশ্চয়ই তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।

আমরা যদি কেবল বাহিরের অনুষ্ঠানগুলি নিয়ম পূর্ব্বক যত্নের সহিত সম্পন্ন করিয়া মনে করি যে আমাদের ধর্ম্মজীবন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, তবে দিন কয়েক পরেই দেখিব যে আমাদের ধর্ম্মভাব একবারে তিরোহিত হইয়াছে—আর কিছুই নাই।

অতএব আমাদের কর্ত্তব্য এই যে আমরা সমুদয় রিপুকে বশীভূত করিয়া, তাহাদের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া, আত্মার কল্যাণ সাধনে নিরত হইব।

"যদি প্রতি বৎসরও এক একটি করিয়া রিপু জয় করিতে পারি, তাহা হইলে অচিরেই আমার ভাল হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু হায়! তাহা না হইয়া বরং বিপরীতই দেখা যাইতেছে। বৎসরের প্রথমে যে পাপ আমাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই, বৎসরের শেষে দেখি সেই পাপ আমাকে গ্রাস করিয়াছে! ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়! হায়! বৎসরের প্রথমে আমার যে উৎসাহ ছিল, বৎসরের শেষে দেখি, সে উৎসাহ নির্ব্বাণ উন্মুখ। আমরা যেরূপ আচরণে অভ্যস্ত হইয়াছি, তদরিক্ত আচবণ করা আমাদের পক্ষে সুকঠিন; কারণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে যাওয়া যার-পর নাই ভয়ানক কঠিন ও ক্লেশকর।

কিন্তু তাই বলিয়া কি করিব—এই সামান্য

ষিষয় যদি অতিক্রম করিতে না পারি, তবে এতদ
পেক্ষা কঠিন বাধা কেমন করিয়া অতিক্রম করিব
প্রারম্ভেই তোমার ইচ্ছার মন্দ গতি নিরোধ
র, মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ কর ; কেন না এরূপ
করিলে শীঘ্রই তুমি ঘোর বিপদ্‌গ্রস্ত হইবে।
ই সকল আচরণে তোমার হৃদয়ে যে সুখ ও
অনুভব করিবে এবং এই সকল অনুষ্ঠানে
কার্য্য হইলে অপরের যে আনন্দের কারণ
হা যদি তুমি একবার অনুভব করিতে
ও নিশ্চয়ই তুমি জীবনে ধর্ম্ম লাভ করি-
জন্য ব্যগ্র হইবে।

দ্বাদশ উপদেশ।

সম্পদ যদি প্রিয় জ্ঞান কর বিপদকেও
শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিবে। কেন না তুমি যথন বিপদে
পড়িবে তখনই তোমার চেতনা হইবে যে এ
সংসারে তুমি স্বাধীন নও, এবং এখানে নিশ্চিন্ত
হইয়া বাস করিবার স্থান নয়

আমরা অনেক সময় প্রকৃত অবস্থা f
হইয়া থাকি, বিপদ আমাদিগকে ডাকিয়া
করিয়া দেয়।

মধ্যে মধ্যে বিপদ আসিয়া অ
অবনত মস্তক করিয়া দেয়, আমাদে
চূর্ণ করিয়া দেয়। আমরা যখন
দোলায় আরোহণ করিয়া পর
হইয়া কেবল আপনাকে দেখি
ধনজন দেখি, তখন বিপদ
দিগের উচ্চ মাথা হেঁট করিয়া দে
দূর করিয়া দেয়; তখন আমাদিগকে
করে না, আমাদের নিজেরও গর্ব্ব করিব
থাকে না, আমরা তখন স্বভাবতঃই বা
ব্যাপারি হইতে চক্ষুকে অন্তর্দৃষ্টিতে নিয়োগ কা
তখন আমরা সাশ্রু-নয়নে পরমেশ্বরকে ডাকিতে
থাকি!

এইরূপ অবস্থায় মানুষ বুঝিতে পারে যে
মানুষের কোন ক্ষমতাই নাই; একমাত্র পরমে-

শ্বরে আত্ম-সমর্পণ ব্যতিরেকে তাহার নিস্তার নাই।

যখন কোনও বিশ্বাসী সাধু দুঃখে ও প্রলোভনে পড়েন, অথবা নানা দুশ্চিন্তায় প্রপীড়িত হন, তখন তিনিও বুঝিতে সক্ষম হন যে তাঁহার নিজের এমন কোনও ক্ষমতা নাই যদ্দ্বারা তিনি সমুদয় বিপদ আপদ হইতে আপনাকে সতত রক্ষা করিতে পারেন; সুতরাং বিপদের সময় তিনিও নিজ অপরাধ বুঝিতে পারিয়া শোক করেন, অনুতপ্ত হন এবং করযোড়ে ঊর্দ্ধ মুখে পরমেশ্বরকে ডাকিতে থাকেন।

বিপদে না পড়িলে তুমি কথনই পরমেশ্বরের পবিত্র রাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিবে না; তাপিত অন্তরে শান্তিবারি সিঞ্চনের সুখ অনুভব করিতে সক্ষম হইবে না।

বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র যেরূপ তরঙ্গ বিক্ষোভিত না হইয়া থাকিতে পারে না; সেইরূপ বহু ঘটনাপূর্ণ এই সংসারও দুর্ঘটনার বাত্যা তাড়িত না হইয়া থাকিতে পারে না।

সংসারের সম্পদ বিপদ দুটী পক্ষ স্বরূপ; এই পক্ষ দ্বয়ে নির্ভর করিয়া মানবাত্মা পরকালের অনন্ত অন্তরীক্ষে উড্ডীয়মান হইয়া থাকে।

ত্রয়োদশ উপদেশ।

এই সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কখনই মিলিবে না। সংসারে প্রলোভনের ব্যাপার সকল প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে—দিবানিশি সতর্ক না থাকিলে তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত পরমেশ্বরের নিকট বল ভিক্ষা করিবে।

মানুষ অতিশয় সাধু হইলেও তাঁহাকে সময়ে সময়ে সংগ্রামে পড়িতে হয়; কেননা সংগ্রাম ব্যতীত সবল হইবার সম্ভাবনা নাই।

বিপদ আপাততঃ পীড়াদায়ক হইলেও তাহা আমাদের অতীব হিতকারী। একজন পণ্ডিত পরমেশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"হে প্রভু! তুমি আমাকে বিপদে

ফেলিয়া রাখ, যে আমি সর্ব্বদা তোমাকে স্মরণ করিতে পারিব!” কেমন সুন্দর!

সোণাকে আগুণে দগ্ধ কর, তাহার জ্বলন্ত জ্যোতি বাহির হইবে।

সাধু যাঁহারা, তাঁহাবা অনেক সময় অনেক প্রলোভন ও অনেক যন্ত্রণা অতিক্রম করিয়া চিত্তকে নির্ম্মল করিয়াছেন।

প্রবল ঝটিকাব সময় প্রকাণ্ড বৃক্ষগুলি মাথা পাতিয়া ঝটিকা সহ্য করে; গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে তাহাদের মূল চলিয়া যায়, বৃক্ষের বল আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

অনেকে সংসারের প্রলোভনে ভীত হইয়া অরণ্যে বাস করিয়া থাকেন; ইহাতে চিত্ত দৃঢ় হয় না। কেন না বিকৃত হইবার কারণ বিদ্যমান থাকিলেও যাঁহাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়না তাঁহারাই প্রকৃত ধীর।

আমরা পুরাণে শ্রবণ করিয়াছি, অনেক যোগী তপস্বী সংসার হইতে বীতরাগ হইয়া অরণ্যে

গিয়া তপস্যা করিতে করিতে তথায় প্রলোভনে পড়িয়া আপনার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন; এরূপ ত ঘটিবেই কেননা আমরা প্রলোভনের হাত এড়াইয়া রক্ষা পাইতে পারি না, পরন্তু ধীর ও শান্তভাবে তাহা বহন করিয়াই রক্ষা পাইতে পারি।

বাহিরে প্রলোভনের আক্রমণ পরিহার করিতে চেষ্টা করিলে কি হইবে; অন্তরের বিষবৃক্ষ উৎপাটন কর, তবে শান্তি পাইবে; কেননা অন্তর বিশুদ্ধ না হইলে তোমার নিশ্চিন্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

তুমি আপনার বলের উপর নির্ভর করিয়া খাঁটি হইতে যাইওনা পুনঃ পুনঃ পতিত হইয়া হতাশ হইবে। একটি প্রলোভন আসিল ঈশ্বরের নামে মাথা পাতিয়া সহ্য কর, সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় তাহা তোমার পৃষ্ঠের উপর দিয়া চলিয়া যাইবে এবং তোমাকে তাহা হইতে বহুদূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া যাইবে।

বিপদ ও প্রলোভন মানুষের শিক্ষার সোপান। যে ব্যক্তি প্রলোভনে পড়িয়াছে তাহাকে কর্কশ

ভাবে ভৎ´সনা না করিয়া বরং মৃদুভাবে সান্ত্বনা করিবে।

প্রলোভন অতিক্রম করিতে না পারিয়া যদি তাহাতে আমাদের পতন হয়, তবে তাহার মূলে মনের দৃঢ়তার ত্রুটি এবং ঈশ্বরে গাঢ় বিশ্বাসের অভাব ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। কর্ণধার বিনা তরণী কি কখনও আপন পথে অবিচলিত ভাবে থাকিতে পারে? আমাদের ক্ষমতায় কতদূর কুলায়, প্রলোভন আমাদিগকে বেশ বুঝাইয়া দেয়।

অনেকে ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করেন, অনেকে আবার পরে প্রলোভনের ও ভ্রান্তির আক্রমণে পতিত হন। কেহ কেহ সারা জীবন ক্লেশে অতিবাহিত করেন।

বিপদে পড়িয়া যেন আমরা কদাচ হতাশ না হই—বিপদের সময় যেন আমরা প্রার্থনাকে অন্ন পানের ন্যায় অবলম্বন করি, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। বিপদের

পরেই আবার আমরা তাঁহার কৃপারূপ অমৃত আস্বাদন করিয়া ধন্য হইব।

চিকিৎসক যখন স্ফোটকের মধ্যে অস্ত্র প্রবিষ্ট করেন, তখন অসহ্য যন্ত্রণা হয় বটে, কিন্তু পর-ক্ষণেই শরীর সুস্থ হয়।

অতএব আমরা সংসার প্রলোভনে পড়িয়া যেন তাঁহার সঞ্জীবনী-হস্তে আমাদিগকে অর্পণ করিতে পারি ; কেননা তিনি তাহা হইলে আমা-দের আত্মাকে রক্ষা করিয়া তাহার সদ্গতি করিবেন।

প্রলোভনে পতিত হইলেই আমরা আত্ম-পরীক্ষা করিতে সমর্থ হই—আমরা কতদূর বিশ্বাসী, কতদূর প্রেমিক বা কতটুকু পবিত্র হই-য়াছি ইহা প্রলোভনে পতিত না হইলে জানিতে পারি না ; আমরা মনুষ্য নামের উপযুক্ত কি না ইহা প্রলোভনে না পড়িলে বুঝিতে পারি না। কেননা তৃণ অগ্নিতে ভস্ম হইয়া যায়, কিন্তু লৌহ অগ্নির সংস্পর্শে জলন্ত তেজ উদ্গীরণ করে।

প্রকৃত সাধু যাঁহারা বিপদের সময় তাঁহাদের যথার্থ চরিত্রের মহত্ত্ব ও বিশ্বাসের তেজ দেখিতে পাওয়া যায়।

যদি দেখ ঘোর শোকের সময়, ভয়ানক বিপদের সময়—তুমি সেই প্রেমময়ের মুখ চাহিয়া সমুদয় অকাতরে বহন করিতে পারিতেছ, চিত্ত প্রশান্ত ভাব পরিত্যাগ করিয়া চঞ্চল হইতেছে না, তবেই বুঝিবে যে তোমার ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হইয়াছে; কেননা প্রশান্ত মহাসমুদ্রে সকলেই কর্ণধার হইতে পারে। তরঙ্গ-সঙ্কুল কুজ্ঝটিকাময় সমুদ্রে কর্ণধার হওয়াই কঠিন।

চতুর্দ্দশ উপদেশ।

অপরের দোষ-গুণ বিচার করিবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইও না, কেননা আমরা প্রায়ই ঠিক করিয়া অপরের আচরণ আলোচনা করিতে পারি না, প্রায়ই ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। আমরা

এমন সংস্কারের বশবর্ত্তী যে তাহাতে আমাদের যথার্থ বিচার শক্তি প্রায় অন্ধ হইয়া যায়।

যে সময়ে আমরা অপরের বিষয় আলোচনা করি, সেই সময় যদি আত্ম-চিন্তায় রত হইয়া নিজের বিষয় পরীক্ষা করি তাহা হইলে প্রভূত উপকার হয়।

যদি আমরা বাস্তবিক সরল প্রাণে ঈশ্বর-লাভে যত্নবান্ হই, তাহা হইলে সহস্র প্রলোভনে কথনই আমাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতে পারে না।

কিন্তু হায়! আমরা যদি বিশেষরূপে আত্ম-পরীক্ষা করিয়া দেখি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, আমরা সুখ, সুবিধা বা অন্য সহস্র প্রকার পদার্থ কামনা করি। কিন্তু ঈশ্বরকে অহে-তুকীভাবে কামনা করি না এবং তজ্জন্যই আমরা পথভ্রষ্ট হইয়া পড়ি।

অনেকে সাধু কার্য্য করিয়া অজ্ঞাতসারে আপন গৌরব কামনা করিয়া পতিত হন।

অনেকে আপনার সুখ ও সুবিধামত অবস্থা পাইলেই মনের শান্তি লাভ করেন; আর সুখ সুবিধার একটু ব্যাঘাত হইলেই অমনি বিরক্ত হইয়া উঠেন।

তুমি যতদিন সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিতে না পারিবে, যতদিন তাঁহার দয়াতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে না পারিবে, ততদিন সেই অমৃত-স্বরূপের করুণা আস্বাদন করিতে পারিবে না—ততদিন সেই জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতি না পাইয়া তোমার হৃদয় আলোকিত হইবে না।

আমরা সম্পূর্ণরূপে আত্মদান করিতে না পারিলে সেই করুণাময়ের করুণা কিরূপে আস্বাদন করিতে পারিব?

পঞ্চদশ উপদেশ।

সাংসারিক সুখের কামনায়—অথবা কাহারও প্রতি নিরতিশয় ভালবাসা প্রযুক্ত কদাচ অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিও না।

আবশ্যক হইলে অপরের কল্যাণের জন্য একটী সাধু অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া, তদপেক্ষা সাধু-তর অনুষ্ঠান করিতে পার।

হৃদয় যদি প্রশস্ত না হয়, তবে বাহিরের কার্য্যে কি হইবে। প্রশস্ত ও বিশুদ্ধ হৃদয়ে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, জগতের নিকট তাহা নিতান্ত সামান্য ও তুচ্ছ হইলেও তাহা হইতে সুমহৎ ফল প্রসূত হইবে।

পরমেশ্বর তোমার কার্য্য দেখেন না, কিন্তু কার্য্যের পশ্চাতে থাকিয়া তোমাব প্রাণের ভাব দেখেন। অতএব প্রাণের বিশুদ্ধ প্রীতির সহিত কার্য্য কর। শান্তি পাইবে।

অনেক কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া যতটুকু অনুষ্ঠান করিবে তাহা যেন সৎ হয়।

ঈশ্বরের ইচ্ছা যেন তোমার কার্য্যের নিয়ামক হয়; তোমার ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিও না।

পুরস্কারের লোভে অথবা স্বার্থ সিদ্ধির অনু-

রোধে যে কার্য্য করিবে তাহা বাহিরে সদনুষ্ঠান বলিয়া প্রচারিত হইলেও তুমি তাহা অতীব ঘৃণিত বলিয়া জানিও।

যাঁহার হৃদয় যথার্থ প্রেমে পরিপূর্ণ, তিনি কোনও কার্য্যে কিঞ্চিন্মাত্রও আপনার অভিসন্ধি রাখেন না; কিন্তু তিনি কেবল তাঁহার প্রভুর ইচ্ছা সম্পন্ন হইয়া, যাহাতে তাঁহার নাম গৌরবান্বিত হয় ইহাই প্রার্থনা করেন।

এরূপ মানবের অন্তরে দ্বেষ তিষ্ঠিতে পারে না, কেননা তিনি নিজের মঙ্গলামঙ্গল কিছুই কামনা করেন না।

প্রকৃত প্রেমিক যিনি, তিনি সংসারের যশোমানে বা অপর পার্থিব ব্যাপারে হর্ষ-বিষাদ শূন্য হইয়া কেবল পরমাত্মার দর্শন-লালসায় ব্যস্ত থাকেন এবং তাঁহাকে লাভ করিয়া আনন্দে অধীর হন।

তিনি কোনও সৎকার্য্যের জন্য মানুষের অতিরিক্ত প্রশংসা করিতে চাহেন না। সকল সতের

নিদান সেই একমাত্র সৎস্বরূপকে তিনি সকল সদনুষ্ঠানের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন।

সাধুরা এই সংসার পরিত্যাগ করিয়া সেই সৎস্বরূপে গিয়া বিশ্রাম লাভ করেন।

যাঁহার অন্তরে প্রকৃত প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে তিনি সমুদয় পার্থিব পদার্থকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন; তিনি কখনই প্রশংসা লাভে ব্যথিত হন না।

ষোড়শ উপদেশ।

তুমি সহস্র চেষ্টা করিয়া যে সকল পাপকে হৃদয় হইতে দূর করিতে পার নাই, ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে তোমার অজ্ঞাতসারে অতি আশ্চর্য্য ভাবে, একদিন সে সকল তোমার হৃদয় হইতে পলায়ন করিবে। সর্ব্বদা প্রার্থনা কর তাঁহার ইচ্ছা হইলে অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে।

যখন অনেক যত্ন করিয়াও একটি কু অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হওনা, তখন ইহা মনে

করিও যে ঈশ্বর তোমাকে সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিতেছেন।

অনেকদিন হইতে একটী রিপু দমন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি—কোনও মতেই তাহার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাই নাই; হঠাৎ একদিন বোধ হইল যেন আমার হৃদয় লঘু হইতেছে—যেন আমার প্রাণ এ পৃথিবী ছাড়িয়া উড্ডীয়মান হইতে চাহিতেছে। তার পর দেখি সেই অনেকদিনের প্রাচীন শত্রু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার অজ্ঞাতসারে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তখন কত শান্তি বোধ হয়! প্রাণ কেমন প্রেমে বিগলিত হয়!

তৃষ্ণায় শুষ্ক কণ্ঠ না হইলে কে কবে জলের আস্বাদন বুঝিয়াছে?

যদি বহু আয়াস করিয়াও অপর একটী মানবকে পাপের পঙ্কিল হ্রদ হইতে উদ্ধার করিতে না পারিয়া থাক, সরল প্রাণে, সাশ্রু নয়নে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, দেখিবে মলিন আত্মা অতি

আশ্চর্য্য রূপে বিশুদ্ধ হইয়া যাইবে। কেননা একমাত্র পরমেশ্বরই পাপীর উদ্ধার কর্ত্তা !

অপরের অসদাচরণ দেখিয়া কুপিত হইও না ; কেননা তোমারও আচরণ অসৎ হইতে পারে। অতএব প্রার্থনাকে একমাত্র সম্বল কর। আরও এক কথা—তুমি যখন ইচ্ছা করিলেই ভাল হইতে পার না, তখন অপরকে কেমন করিয়া সেরূপ দেখিতে আশা কর ?

অপরের নিকট যেরূপ আদর বা সম্মান প্রত্যাশা কর, তুমি অগ্রে সেই সম্মান অপরকে প্রদর্শন করিতে যত্নবান্ হও।

এই পৃথিবীর কোনও মানবই সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ নহে ; কোন মানুষই কোনও বিষয়ে পূর্ণ নহে ; অতএব আমরা যেন পরস্পরকে পরস্পরের সংশোধনের জন্য পরামর্শাদি, দ্বারা সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ না হই।

প্রতিকূল অবস্থা কষ্টি প্রস্তরের স্বরূপ ; তাহার হস্তে পতিত না হইলে মানুষের কত বল জানা

যায় না। প্রতিকূল অবস্থার সংঘাতে মানুষের ক্ষতি হয় না, বরং তাহাতে বিশেষ উপকারই হইয়া থাকে।

সপ্তদশ উপদেশ।

মনকে সাধু ইচ্ছার বশীভূত কর; কেননা তদ্ব্যতীত শান্তিলাভ করা অসম্ভব এবং অপরের সহবাসে থাকাও দুরূহ?

কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া থাকিতে হইলে কর্কশভাব একান্ত পরিহার্য্য।

যাঁহারা আজীবন কোনও সম্প্রদায়ের সহিত সদ্ভাবে যাপন করিতে পারেন তাঁহারা সদাশয়।

এই পৃথিবী শিক্ষার ক্ষেত্র এবং আত্মার প্রথমাবস্থার আবাসস্থল মাত্র।

যদি এই পৃথিবীতে থাকিয়া ধার্ম্মিক হইতে চাও, তবে লোকের ঘৃণাতে ভীত হইও না।

মস্তক মুণ্ডন, গৈরিক বসন পরিধান প্রভৃতি বাহিরের অনুষ্ঠানে ধার্ম্মিক হওয়া যায় না।

কু অভ্যাস পরিত্যাগ কর, সম্পূর্ণ রূপে রিপু দমন হউক, তবে ধর্ম্ম জীবন আরম্ভ হইবে।

যিনি কেবল মাত্র ঈশ্বর ও মুক্তি ভিন্ন অপর কিছু কামনা করেন তিনি নানা যন্ত্রণা ভোগ করেন; কারণ একমাত্র পরমেশ্বরই শান্তির নিকেতন।

যিনি প্রকৃত দীনাত্মা নহেন, তাঁহার কিছু-তেই শান্তি হয় না। তুমি কেবল পরমেশ্বর ও তাঁহার মানব সন্তানের সেবা করিবার জন্য এই পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছ; বৃথা আড়ম্বর ও আলোচনার জন্য তোমাকে এ অমূল্য জীবন দেওয়া হয় নাই।

কেবল মাত্র ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান কর, তাঁহার নিকট বিনীত ভাবে আত্ম-সমর্পণ কর, তবে এই পৃথিবীতে দাঁড়াইবার ভূমি পাইবে।

অষ্টাদশ উপদেশ।

প্রাচীন ধর্ম্মবীরদিগের জীবনী পাঠ কর, তাঁহাদিগের কঠোর প্রতিজ্ঞার বল ও সাহস দেখিয়া অবাক্ হইবে। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের মত কয়জন সাধক আছেন? ইঁহাদের সহিত তুলনায় আমাদের জীবন হীন বলিয়া প্রতীতি জন্মে!

যাঁহারা প্রকৃত সাধু ও ভক্ত, তাঁহারা এক দিকে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর, দারুণ শীতের সময় বস্ত্রহীন, পরিশ্রমে কাতর, লোকের তাড়নায় অস্থির; অপর দিকে দিনের পর দিন যাইতেছে, তথাপি তাঁহাদের উৎসাহের ক্ষীণতা নাই! পরমেশ্বরে যাঁহাদের বিশ্বাস এইরূপ গাঢ় তাঁহাদের চিত্ত এইরূপ প্রশান্ত!

একবার বুদ্ধদেবের কথা স্মরণ কর; বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গিয়াছিল তথাপি শাক্যসিংহের ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই!!

পাশ্চাত্য বহুসংখ্যক ভক্ত জীবন্তে অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন!

ভক্ত লুথার ধর্ম্মের জন্য কত ক্লেশ না ভোগ করিয়াছিলেন!

সাধুরা যে অকাতরে ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত কারণ কি? তাঁহারা পরমেশ্বরে আত্ম-সর্ম্মপণ করিয়া একমাত্র তাঁহারই উদ্দেশে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরলোকে অনন্ত সুখে বাস করিবেন।

সাধু ভক্তেরা কি ভয়ানক ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন! তাঁহারা এই সুরম্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া সমুদয় সুখে জলাঞ্জলি দিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। শত্রুরা তাঁহাদিগকে পদ দ্বারা দলন করিয়াছিল!

তাঁহারা কি আশ্চর্য্য ও কঠোর তপস্যা দ্বারা কামনাকে জয় করিয়াছিলেন! তাঁহারা যে এত কঠিন তপস্যা করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহার মূল

কোথায়? তাঁহারা সরল ও পবিত্র-প্রাণে ঈশ্বরকে লাভ করিতে যত্ন করিয়াছিলেন এবং অবিশ্রান্ত প্রার্থনার বলে ঈশ্বরের সম্মুখীন হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তাঁহারা দিবসে কার্য্যে ব্যাপৃত এবং রাত্রিতে ঈশ্বর-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন; তাঁহাদের হস্ত কাজ করিতেছে, মন ভগবানের গুণগান করিতেছে। সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তায় যাপন করিতে করিতে তাঁহাদের দিবা রজনী মুহূর্ত্তের ন্যায় চলিয়া যাইত।

তাঁহারা প্রায়ই ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া পরমাত্ম-ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। যিনি অমৃতের প্রস্রবণ তাঁহার সহবাসে থাকিতেন, সুতরাং ক্ষুধা ও তৃষ্ণা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিত না।

তাঁহারা সমুদয় ঐশ্বর্য্য, যশ, মান এবং আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। শাক্যসিংহ তাঁহার পিতা রাজা শুদ্ধোদনের এক-মাত্র পুত্র হইয়াও সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন।

ভক্ত সাধকেরা অন্নপান ও পরিধানের বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। এই জন্যই বাহিরে দরিদ্র হইলেও তাঁহারা অন্তরে অক্ষয় ধনের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন।

সংসার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা নিত্য প্রেমময়ের সহবাসে থাকিতেই পরম প্রীতি অনুভব করেন।

সংসারের লোক তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিলেও পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে আপনার বলিয়া ক্রোড়ে করিয়া লন। তাঁহারাই ঈশ্বরের অনুগত এবং প্রেমিক সন্তান; বিনয় এবং সহিষ্ণুতা তাঁহাদের ভূষণ।

প্রাচীন কালের সাধুরা পরলোকগত হইয়াও বর্ত্তমান রহিয়াছেন, কেননা আমরা তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া এখনও উৎসাহিত হইতেছি।

তাঁহাদের জীবনে কি এক পবিত্র তেজের ভাব! তাঁহাদের প্রার্থনা কি জ্বলন্ত উৎসাহ পূর্ণ! পবিত্রতার জন্য কি ভয়ঙ্কর অনিবার্য্য

পিপাসা! তাঁহাদেব চরিত্র কেমন নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র!

তাঁহারা যে অবলীলা ক্রমে সংসারের প্রলোভন অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন দেখিয়া আমবা আশ্চর্য্য হই!

হায়! আমাদের তেমন উৎসাহ কই! হে পরমেশ্বর! আমাদিগকে ব্যাকুল কর! ধর্ম্মলাভের জন্য আমাদের প্রাণ তৃষিত হউক!

ঊনবিংশ উপদেশ।

প্রকৃত ধার্ম্মিক যিনি, তিনি সমস্ত সদ্গুণে বিভুষিত, তিনি বাহিরে যাহা বলেন এবং করেন, ভিতরেও তাঁহাব সেইরূপ। তাঁহার বাক্য ও জীবন একই।

বাহিরে যাহা দেখা যায়, প্রকৃত ধর্ম্মজীবনে তদপেক্ষা অনেক অধিক সাধুভাব অনেক সময় লুকাইত থাকে। তাঁহাদের আচরণে বাহিরে যাহা প্রকাশ পায়, তাহা ভিতরের আভাস মাত্র।

আমরা যেন প্রতিদিন নব উৎসাহের সহিত বলিতে পারি "হে পরমেশ্বর! তুমি আমাকে নব উৎসাহে উৎসাহিত কর। আমি যেন প্রতিদিন নূতন বলের সহিত তোমার পবিত্র রাজ্যে ভ্রমণ করিতে সক্ষম হই।"

যাঁহার অভিপ্রায় যে পরিমাণে সাধু; এবং যিনি যে পরিমাণে ব্যাকুল ভাবে পরমেশ্বরের মননে যত্নশীল, তাঁহার ধর্ম্মজীবন সেই পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়া থাকে।

যখন পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াও অনেকে সফলকাম হইতে পারেন না, তখন শিথিল ভাবে ধর্ম্মসাধন করিয়া আমরা কাদাচই পবিত্রতার পথে অগ্রসর হইতে পারিব না।

সাধুরা যে প্রায়ই পূর্ণ মনোরথ হন তাহার গূঢ় কারণ এই যে, তাঁহারা নিজের বিদ্যা বুদ্ধির উপর কিছুই নির্ভর করেন না; পরমেশ্বরের কৃপাই তাঁহাদের অবলম্বন। তাঁহারা যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তাঁহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকেন।

তাঁহারা ইহা উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন যে,মানুষ যাহা ইচ্ছা করে তাহার সমস্তই সুসিদ্ধ হইবে এমন নয় ; কেননা পরমেশ্বর একমাত্র ফলদাতা।

অপরের উপকারার্থ, কিম্বা কোন সদনুষ্ঠানের অনুরোধে যদি আমরা নিত্য-ব্রত ধর্ম্মের কোন নিয়ম ভঙ্গ করি তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। কিন্তু আলস্য পরবশ হইয়া,অথবা অবহেলা করিয়া অতি সামান্য নিয়ম ভঙ্গ করিলেও তাহার ফল অতি ভয়ানক ক্ষতিজনক হয়।

ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে কতকগুলি সংকল্প লইয়া আরম্ভ করিতে হয়। যিনি অত্যন্ত মিথ্যা কথা বলেন,তিনি প্রতিজ্ঞা করিবেন "আমি আজ হইতে আর মিথ্যা বলিব না—আমার সর্ব্বনাশ হইলেও মিথ্যা বলিব না।" ইহা সত্য যে একদিনে কখনই এরূপ ব্যক্তির অভ্যাস সংশোধিত হইবে না, কিন্তু ক্রমাগত এইরূপ করিতে করিতে নিশ্চয়ই তাঁহার জীবন একদিন ভাল হইবে। প্রার্থনাকে নিয়ত হৃদয়ে জাগ্রত রাখিতে হইবে।

আমরা ভিতর এবং বাহির এক করিতে যত্নশীল হইব। কেন না আমাদের চিত্ত ও কার্য্য পবিত্র না হইলে আমরা ভাল হইতে পারিব না।

প্রতিদিন প্রাতে অথবা সন্ধ্যায় অন্ততঃ একবার আত্মানুসন্ধান করিবে।

প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থান করিয়াই ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক দৈনিক কার্য্যের সংকল্প করিবে, এবং সমস্ত দিবা পরে রজনীতে একাকী বিরলে বসিয়া তোমার দৈনিক জীবন পর্য্যালোচনা করিবে। কি বলিয়াছ, কি করিয়াছ এবং কিই বা ভাবিয়াছ, বিশেষ করিয়া পর্য্যালোচনা করিবে। পর্য্যালোচনা করিয়া হয়ত দেখিতে পাইবে যে, কত সময় তুমি তোমার প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে পদচারণ করিয়াছ।

প্রবৃত্তি দমন কর। আলস্যকে হৃদয়ে স্থান দিও না। হয় সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিবে, না হয় লিখিবে, না হয় প্রার্থনা করিবে, না হয় গভীর চিন্তায় রত

থাকিবে, কিম্বা কোন দেশহিতকর অনুষ্ঠানে রত থাকিতে যত্নবান হইবে। কেন না আলস্য মনুষ্য জীবনের ভয়ানক শত্রু।

আত্মার কল্যাণের জন্য যেরূপ চেষ্টিত থাকিবে, শরীরের স্বাস্থ্যের দিকেও সেইরূপ দৃষ্টি রাখিবে।

ধর্ম্ম সাধনের দুইটী অঙ্গ সম্যক্ পৃথক ভাবে অনুষ্ঠান করিবে। যাহা নির্জ্জনের উপযোগী তাহা সজনে প্রকাশ্য ভাবে অনুষ্ঠান করা নিষিদ্ধ।

সজন সাধনের প্রতি কদাচ অবহেলা করিও না। কিন্তু নির্জ্জন সাধনের জন্যও সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকিবে।

সজন উপাসনার পর নির্জ্জনে ধ্যান-নিরত হইয়া পরমেশ্বরের সহবাস সুখ অনুভব করিতে যত্নশীল হইবে।

ধর্ম্মসাধন বিষয়ে সকলের পক্ষে এক নিয়ম প্রযোজ্য নহে। কাহারও সজন উপাসনায় অধিক উপকার হয় এবং কাহারও নির্জ্জন উপাসনাই জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

সময় সম্বন্ধে এক নিয়ম সর্ব্বত্র প্রযোজ্য হইতে পারে না। সাধক আপনি তাহা স্থির করিয়া লইবেন।

উৎসবের সময় আমরা যদি কতকগুলি সংকল্প হৃদয়ে জাগ্রত রাখি, তাহা হইলে পুনরায় উৎসবের সময় আসিলে আমরা দেখিব যে, সেই সকল সংকল্প সাধনে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি।

এই জন্য উৎসবের পূর্ব্ব হইতে বিশেষ ভাবে প্রার্থনাশীল অন্তরে যেন আমরা আমাদের প্রভুর নিকট প্রসাদ ভিক্ষা করিতে যত্নবান্ হই।

যিনি দিবানিশি কায়মনোবাক্যে পরমেশ্বরে প্রীতি সংস্থাপন করিয়া তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধনে তৎপর তিনিই ধন্য।

বিংশ উপদেশ।

সুবিধামত অবসর পাইলেই নির্জ্জনে বসিয়া ঈশ্বরের অসীম দয়ার নিদর্শন গভীর ভাবে চিন্তা করিবে।

শুষ্ক জ্ঞানের আলোচনায় ধাবিত না হইয়া যাহাতে অন্তরে ধর্ম্মভাব জন্মিতে পারে, এমত ভাবে বিজ্ঞানের বিষয় আলোচনা কর।

বৃথা গল্পামোদে বা আলস্যে সময় অতিবাহিত না করিয়া সদালাপে এবং সাধু বিষয়ের চিন্তাতে নিযুক্ত থাক।

সাধু-প্রকৃতির লোকেরা প্রায়ই জন-কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া বিরলে পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে ভাল বাসেন।

একজন জ্ঞানী বলিয়াছিলেন "আমি যতবার সজন স্থানে কোলাহলে অধিকক্ষণ যাপন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছি—ততবারই যেন আমার কতকটা মনুষ্যত্ব কমিয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ হইত।"

বাস্তবিকই আমরা যদি অধিকক্ষণ সামান্য বিষয়ের আলোচনায় বা বৃথা জল্পনায় যাপন করি তবে, আমাদের প্রকৃতি বিকৃত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

মৌন হওয়া বরং ভাল ; কারণ বাক্য বলিতে প্রবৃত্ত হইলে সামান্য বলিয়া নিবৃত্ত হওয়া সর্ব্ব-লের পক্ষে সহজ হয় না।

সর্ব্বদা জন কোলাহলের মধ্যে বাস করায় আত্ম-চিন্তায় বিঘ্ন ঘটে। পরমেশ্বরের সহিত যোগ স্থাপন করিতে হইলে, জন কোলাহল হইতে মধ্যে মধ্যে নির্জ্জন বাস নিতান্ত প্রয়োজন।

যিনি আত্মাকে সংযম করিতে সমর্থ হই-য়াছেন, তিনি সজনেই থাকুন আর নির্জ্জনেই বাস করুন, তাহাতে তাঁহার বড় ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বত্রই সমান ; কেননা তিনি অনুক্ষণ ঈশ্বরের সহিত সহবাস করিতেছেন।

যাঁহার চিত্ত শুদ্ধ তিনিই প্রকৃত আনন্দ উপ-ভোগ করিতে সমর্থ।

প্রকৃত সাধকেরা ধর্ম্মভীরু, এই জন্য তাঁহারা নিরাপদে বাস করেন। যাহারা অসাধু, তাহারা অহংকারী ও প্রগল্‌ভ ; এই জন্য তাহারা বিপাকে পড়ে।

তুমি ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছ অথবা উত্তম ভক্ত ও সাধক হইয়াছ বলিয়া কখনও আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করিও না। কেননা অনেক সময় এরূপ দেখা যায় যে, এক জন মহাত্মা উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াও ঈশ্বরের কৃপা বিস্মৃত হইয়া আত্ম-বলের অহঙ্কারে কোথায় অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছেন।

এই জন্য ধর্ম্ম-সাধকের উৎপীড়ন ও নির্যাতন ভোগ করায় কল্যাণ আছে। যখন চারিদিকে সকলেই প্রশান্ত, যখন সাধকের উৎপীড়ন অথবা নির্যাতন কিছুই ভোগ করিতে হয় না, তখন তিনি হয় নিশ্চিন্তভাবে দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পতিত হন, না হয় ঘোর সংসারিকতা আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে।

সাধকের চিত্ত সুনির্ম্মল হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা ক্ষণিক সুখের লোভে এই পার্থিব ঐশ্বর্য্য ভোগের বাসনা তাঁহাকে আকর্ষণ করিবে।

তাঁহার হৃদয় শান্ত হওয়া আবশ্যক; কেননা সংসারের সমুদয় দুশ্চিন্তা পরিহার করিয়া তাঁহাকে এমন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হইবে, যাহাতে তাঁহার আত্মাব কল্যাণ হইবে এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস দৃঢ় ও নির্ভর অটল হইবে।

যদি পবিত্র চিন্তায় দিবা নিশি নিরত না থাক,তবে পবিত্র সুখ পাইবার আশা করিও না।

যদি প্রাণের যথার্থ আরাম কামনা কর তবে সংসারের কোলাহল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আপনার হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ কর।

মানবাত্মার হীরণ্ময়কোষে ব্রহ্ম নিত্যকাল বাস করিতেছেন! পুনঃ পুনঃ অন্তর্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এই ব্রহ্মকে দর্শন করিতে অভ্যাস কর; তথায় মুহুর্মুহু তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

নির্জ্জনে ও বিরলে আত্মার প্রকৃত অবস্থা অনুভব করিতে চেষ্টা কর। বিশেষ উপকৃত হইবে।

পৃথিবীব কোলাহল হইতে দূরে পলায়ন

করিয়া যখন সাধক বিরলে বসিয়া আত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন হন ; যখন তিনি আকুল নয়নে নিজ অন্তর ধৌত করেন, তখন ঈশ্বর স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিয়া কৃতার্থ করেন।

সাধক ধর্ম্ম লাভের জন্য যখন ধন, জন, মান লাভের সমুদয় কামনা পরিত্যাগ করেন, পরমেশ্বর তখন তাঁহাকে আপনাকে অর্পণ করিয়া সেই পিপাসিত আত্মাকে সান্ত্বনা করেন।

যদি দেখ যে সংসারে, বাস করিয়া তুমি প্রকাণ্ড ব্যাপারের অনুষ্ঠানে চারিদিকে নিজ গৌরব বিস্তার করিতেছ, কিন্তু অল্পে অল্পে আত্ম-দৃষ্টি হারাইয়া আত্মার অকল্যাণ ঘটাইতেছ, তাহা হইলে অচিরে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আত্ম-চিন্তায় রত হও।

আমরা ইন্দ্রিয় সুখে বিভ্রান্ত হইয়া যখন তাঁহা হইতে আবার প্রত্যাবৃত্ত হই, তখন বিবেকের ভয়ানক তাড়নায় হৃদয়ে ঘোর অশান্তি উত্থিত হয় ; তখন হর্ষের ফল বিষাদ ভিন্ন আর কিছুই

দেখা যায় না। ইন্দ্রিয় সুখ মাত্রই অশেষ যন্ত্রণা-দায়ক। সুতরাং ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষ বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে।

এই বৃথিবীর সমস্তই ক্ষণস্থায়ী, কিছুই নিত্য নহে। তুমি হয়ত ভাবিতেছ এই সকল লইয়াই তোমার সুখ হইবে; কিন্তু তাহা কখনই হইতে পারেনা। যদি এই সসাগরা পৃথিবীর যাবদীয় পদার্থ এখনই তোমার ভোগের জন্য প্রস্তুত করা যায়, তাহাতেও তোমার শান্তি হইবে না।

একমাত্র পরমেশ্বরই তৃপ্তির হেতু, তাঁহার শরণাপন্ন হও পাপ তাপ চলিয়া যাইবে। শান্তি লাভ করিতে পারিবে।

মানবাত্মাকে পরমেশ্বর অমৃত রাজ্যের যাত্রী করিয়াছেন। সংসারের এই ক্ষণিক সুখে মত্ত থাকিবার জন্য আমরা এ জগতে আসি নাই।

অতএব হৃদয় হইতে ভোগ বাসনা দূর করিয়া যাহাতে আমরা একমাত্র ঈশ্বরকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইতে পারি, সে বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক।

তাঁহার সহবাসে কাল যাপন কর। তাঁহাতেই প্রকৃত সুখ, তাঁহাতেই প্রকৃত শান্তি।

একবিংশ উপদেশ।

যদি মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া, উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে চাও, তাহা হইলে অনুক্ষণ ঈশ্বর-সত্ত্বা হৃদয়ে অনুভব করিতে যত্নবান্ হও।

আমোদ প্রমোদে রত না হইয়া ইন্দ্রিয় সকলকে সংযম কর, কেননা তাহারা বশে না আসিলে তোমাকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া ফেলিবে।

শান্তি লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন কর, পরমেশ্বর কৃপা করিয়া তোমার সহায় হইবেন।

মানুষ এই সংসারে নানা প্রকার পাপ প্রলোভনের মধ্যে পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া হর্ষামোদে মত্ত হইয়াছে! ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়! হায়! তাহারা বুঝিতেছেনা যে তাহাদের আত্মা দিন দিন পাপে মলিন হইয়া যাইতেছে!

হৃদয়ের লঘু ভাব ও নিজ দুর্ব্বলতা সম্যক্ অবগত না হইয়া আমরা আত্মার ঘোর দুর্গতি আনয়ন করি।

কি আক্ষেপের বিষয়! আমাদের এতাদৃশ অবস্থায় কোথায় অনুতাপে ও দারুণ শোকে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে, না আমরা হাস্যামোদে উল্লসিত হই!

যাঁহারা নির্ম্মল চিত্ত লাভ করিয়া ঈশ্বরপরায়ণ হইতে সমর্থ হন নাই, তাঁহারাই ইন্দ্রিয় পরবশ হইয়া বৃথা আনন্দে মত্ত হন।

যিনি সংসারের সমুদয় বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া হৃদয়ের প্রকৃত অভাব মোচন করিবার জন্য ব্যস্ত হন, তিনিই যথার্থ চতুর।

যিনি সকল প্রকার পাপ প্রলোভন হইতে আপনার চিত্তের শান্তি ও পবিত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনিই যথার্থ সুখী।

পরমেশ্বরকে সম্পূর্ণ সহায় জানিয়া যথার্থ বীরের ন্যায় সমস্ত বাধা বিঘ্নের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান

হও, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে একে একে সমস্ত বাধা বিঘ্ন চলিয়া যাইবে।

অগ্রে আত্ম-শোধন কর, পরে অপরকে উপদেশ প্রদান করিও; কেননা এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাইতে গিয়া প্রায়ই বিপরীত পথে গমন করে।

তুমি যদি মনুষ্যের প্রীতিভাজন হইতে না পারিয়া থাক, তাহাতে দুঃখিত হইও না; কিন্তু যাহাতে সকলকে প্রীতি করিতে পার, তদ্বিষয়ে যত্নশীল হইবে।

এই সংসারে যাহারা ইন্দ্রিয়পরায়ণ তাহাদের অধিক সুখ সুবিধা না থাকা কল্যাণের কারণ।

আমরা যে পরমেশ্বরের কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হই না, সে অপরাধ আমাদের; কেননা আমরা পৃথিবীর সুখ ও সুবিধা পরিত্যাগ করিয়া, হৃদয়ের প্রকৃত অভাব অবগত হইতে এবং তাহা দূর করিতে ব্যগ্রভাবে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে সক্ষম হই না।

সুতরাং যখন ক্লেশ পাইবে, তখন ইহাই স্মরণ করিবে যে, তুমি পরমেশ্বরের অপ্রিয় আচরণ করিয়াছ; এবং ইহা বুঝিয়া যাহাতে তাঁহার প্রিয় কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পার তাহার জন্য যত্নবান্ হইবে।

যখন কাহারও হৃদয়ে যথার্থ ব্যাকুলতার ঘন মেঘ উদয় হয়, যখন সংসারের সমুদয় সম্পদ,সমুদয় ঐশ্বর্য্য ও আত্মীয় স্বজন তাহাকে কোনরূপেই শান্তি প্রদান কবিতে না পারে, কেবল তখনই পরমেশ্বর তাহার হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করেন।

সূক্ষ্মরূপে আপনার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে দেখিতে পাইবে হৃদয়ের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ। তথায় উল্লাসের কারণ না দেখিয়া বরং শোকেরই কারণ প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হইবে!

আমাদের অন্তর পাপে এবং অসদাচারে এমনই আছন্ন যে, আমরা সেই পবিত্র-স্বরূপের নামোচ্চারণ করিবারও উপযুক্ত নই!

এই সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবার পক্ষে

সদা সর্ব্বদা মৃত্যু চিন্তা করা অনেকের পক্ষে একটি প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু এই সংসারের সুখ-ভোগে মানুষ এতাদৃশ মত্ত যে, এই পৃথিবী পরি-ত্যাগ করিয়া তাহারা যে, একদিন চলিয়া যাইবে তাহা চিন্তা করিবার ক্ষমতা এবং অবসর তাহাদের প্রায়ই থাকে না।

আর অন্য পথ নাই। সেই একমাত্র পরমে-শ্বরের শরণাপন্ন হইয়া কাতর প্রাণে তাঁহার নিকট শান্তি ও ব্যাকুলতা ভিক্ষা কর!

দ্বাবিংশ উপদেশ।

যদি ঈশ্বর লাভে যত্নবান্ না হও তবে তুমি যেখানে যে অবস্থায়ই থাক, তোমার দুঃখ অনিবার্য্য।

এই পৃথিবীতে যিনি আপনার অভিলাষ সম্পূর্ণ রূপে চরিতার্থ করিতে ব্যস্ত হন, তিনিই দুঃখ ভোগ করেন; কেননা আমার অভিলাষ পূর্ণ হওয়া আমার শক্তি বা ইচ্ছাধীন নহে।

রাজাই হও অথবা ঋষিই হও, সংসারের দুর্ঘটনা তোমাকে বহন করিতেই হইবে; কারণ তাহাই ভগবানের ইচ্ছা। তিনি আমাদিগকে দৃঢ় করিবার জন্য এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন।

"ঈশ্বর! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" এই কথা বলিয়া দুর্ঘটনার ভার মস্তকে বহন কর; তুমি ধন্য হইবে।

এই সংসারের অনেক দুর্ব্বল ক্ষুদ্রচেতা মানব অপরের জীবন, অপরের ধন; তাহাদের ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা দেখিয়া তল্লাভের বাসনা করে। কিন্তু তাহারা দেখে না যে, তাহার স্বর্গীয় পিতার ভবনে কত ধন রহিয়াছে!

তাহারা দেখে না যে পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের সহবাস লাভ করিয়া সাধু কত বিমল আনন্দ নিয়ত উপভোগ করিতেছেন!

হে মানব! সংসারের প্রচুর ধন মান কামনা করিও না; কেননা রাশি রাশি ধন লইয়াও প্রকৃত

সুখী হইতে পারিবে না। ঈশ্বরের অনুগত ভৃত্য হও," পথের কাঙ্গাল হইয়াও সুখী হইতে পারিবে।

পরমেশ্বরের কৃপায় তুমি যদি একবার উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে পার; কোথায় এ সংসারের ধন মান পড়িয়া থাকিবে! তুমি পবিত্র উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া অনন্ত উন্নতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকিবে। সেই উন্নতির শেষ নাই!

যে সকল সাধকের চিত্ত ঈশ্বরে সমাহিত হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে সংসার ভোগের বাসনা দূরের কথা, সামান্য অন্ন পান গ্রহণ করিতেও তাঁহারা শিথিল যত্ন হন। কেননা তাঁহারা যদি সেই গোলযোগে ঈশ্বর হইতে বা দূরে পড়েন! তাঁহারা আপন প্রিয়তমের বিচ্ছেদ ক্ষণকালের জন্যও সহ্য করিতে পারেন না।

যাহারা সুখস্বরূপ পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া সংসারে আসক্ত হইয়াছে তাহারা নিশ্চয়ই কৃপা-পাত্র!

এই পৃথিবীতে এমন ব্যক্তি অনেক আছেন যাঁহারা বহু আয়াসে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইয়াও ঈশ্বরকে প্রিয়জ্ঞান করিতে শিখিল না!

ইহারা নিতান্তই কৃপা-পাত্র! পৃথিবীর ধূলিতে বাস করিয়া ইহাদের চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে, রসনা আস্বাদন শক্তি হারাইয়াছে; ইহারা জ্যোতির্ম্ময়কে দেখিতে ও তাঁহার দয়ারূপ অমৃতের আস্বাদন গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না।

কিন্তু চিরদিন এই ভাবে যাইবে না। পরমেশ্বর তাঁহার অসীম দয়াগুণে একদিন তাঁহাদের চক্ষু ফুটাইয়া দিবেন, একদিন সে কাঁদিয়া আকুল হইবে; কেননা সে অমৃতভ্রমে বিষের পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছিল।

যাঁহারা যথার্থ পরমেশ্বরের সাধু ভক্ত সন্তান, তাঁহারা বলেন "পৃথিবীর রাজাদিগের সমুদয় ঐশ্বর্য্য একদিকে আর আমার নখের এক কোণের এক রেণু পরিমাণ পবিত্রতা একদিকে।"

অনেক সময় বৃথা গিয়াছে বলিয়া হতাশ হইও না। উন্নতির জন্য ব্যাকুল হও বাঁচিয়া যাইবে। কিন্তু সাবধান! যে মুহূর্ত্তে তোমার প্রাণে পবিত্রতার প্রতি শ্রদ্ধা ও পবিত্রতা লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই তৎ-লাভে প্রবৃত্ত হইও। কেননা অনেকেই বৃদ্ধ-বয়সে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিব বলিয়া রাখিয়া দেন কিন্তু প্রায়ই দৃষ্ট হয অবশেষে এ সংসারে তাঁহা-দের ধর্ম্মলাভ করা ঘটিয়া উঠিল না।

রোগী যখন রোগ যন্ত্রণায় অস্থির তখনই ঔষধের প্রয়োজন : অতএব প্রাণে ভাল হইবার পিপাসা জন্মিবামাত্র তাহাকে চরিতার্থ করিতে প্রয়াসী হইবে।

সর্ব্বান্তঃকরণে পাপকে জয় করিতে প্রবৃত্ত হও, কৃতকার্য্য হইবে; শিথিল ভাবে এমত দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কখনই সিদ্ধকাম হইতে পারিবে না।

কুসঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাগ না করিলে কোন প্রকারেই তোমার কল্যাণ হইবে না।

পরমেশ্বরের নিকট ব্যাকুল প্রাণে প্রার্থনা কর; তিনি করুণা-স্রোত প্রবাহিত করিয়া তোমার সমুদয় পাপ তাপের শান্তি করিয়া দিবেন!

কিন্তু হায়! আমরা কিরূপে রক্ষা পাইব! অদ্য প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর কুপথে গমন করিব না। আবার পরদিন সেই কু অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া দারুণ কলঙ্কে লিপ্ত হই! ইহার কারণ এই যে, মানুষ নিজের বলে কিছুই করিতে পারে না। সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ না করিলে, পাপী পুণ্যের পথে স্থির থাকিতে পারে না।

আমরা যেন কোন মতেই সংসারের সুবিধায় প্রতারিত না হই; ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বদা সজাগ থাকিতে হইবে।

ত্রয়োবিংশ উপদেশ।

অচিরে তোমাকে এই সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে; অতএব পরকালের বিষয় চিন্তা কর।

অদ্য যাহার সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করিলাম, হয়ত কল্য আর তাহাকে দেখিতে পাইব না। তাহার শরীর যেমন অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহার প্রতি আমাদের মায়া মমতাও ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায়। হায়! মানুষ এত দেখিয়া শুনিয়াও পরকালের কথা চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হয় না!

তোমার চিন্তা ও কার্য্য এইরূপ হওয়া আবশ্যক, এবং তদ্দ্বারা যেন এই ভাব প্রকাশ পায় যে, মৃত্যুকে তুমি সম্মুখে দেখিতেছ।

যদি তোমার চিত্ত-শুদ্ধি হইয়া থাকে মৃত্যুকে ভয় করিও না।

অনেকে মৃত্যু-ভয় হইতে অন্তরকে সান্ত্বনা জন্য নানাপ্রকার কল্পিত উপায় অবলম্বন করেন। হায়! তাঁহারা জানেন না যে, মৃত্যু কখনই ভুলিবার নয়।

হে মানব! মৃত্যু-চিন্তাকে হৃদয় হইতে দূর করিবার জন্য প্রয়াস না করিয়া বরং পাপ হইতে

আত্ম-রক্ষা কর! মৃত্যু তোমাকে ভীত করিতে পারিবে না।

যদি এ পর্য্যন্ত তুমি জীবনের সদ্ব্যবহার করিতে না পারিলে,তবে আর অধিক কাল জীবিত থাকিবার কামনা করা বৃথা ;—কেননা কে জানে যে, সে সময়ও তোমার আলস্যে যাইবে না। বরং ইহাই দেখা যায় যে, দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া অনেকে নানাপ্রকারে আপন আত্মার ও জনসমাজের অনিষ্ট সংসাধন করেন।

অনেকে অহঙ্কার করিয়া পরিচয় দেন যে ৫০ বৎসর তিনি সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন ; কিন্তু জীবন তাহার সাক্ষ্য দেয় না।

যদি এই রক্তমাংসময় শরীর তোমার সকল অনিষ্টের মূল হয় তবে মৃত্যুকে ভয় করিও না।

প্রাতে চিন্তা করিবে, সন্ধ্যার সময় তুমি ইহকাল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পার। এবং সন্ধ্যার সময় যদি জীবিত থাক,এরূপ নিশ্চয়

করিওনা যে, পরদিন প্রাতে অরুণোদয় দেখিতে পাইবে।

এইরূপে জীবন যাপন করিবে যেন মৃত্যু তোমাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ না করে।

অনেকে চিরজীবন নির্ব্বোধের মত অতিবাহিত করিয়া, মৃত্যুশয্যায় ভয়ানক শোক-সন্তপ্ত হইয়া বলে "যদি আর কিছুদিন বাঁচি—জীবন ভাল কবিতে চেষ্টা করিব।" হায়! মৃত্যু আর তাহার কথায় তখন বিশ্বাস করে না!

তিনিই ধন্য, তিনিই প্রকৃত সাধু—যিনি সাহসের সহিত বলিতে পারেন "মৃত্যু! তুমি মোরে কি দেখাও ভয়, ও ভয়ে কম্পিত নহে আমার হৃদয়।"

সংসারাসক্তি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ কর;—ধর্ম্মলাভের জন্য জ্বলন্ত উৎসাহে উৎসাহিত হও, ত্যাগ স্বীকার করিতে অভ্যাস কর, প্রভুর অনুরোধে সকল ক্লেশ, সকল অসুখ, সকল নির্যাতন অকাতরে সহ্য কর—উৎসাহের সহিত মানবলীলা সম্বরণ করিতে পারিবে।

যতক্ষণ শরীর সুস্থ আছে, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সাধু অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাক; কেননা শরীর পীড়িত হইলে কোনও কার্য্যই করিতে পারিবে না।

হায়! কেহ কেহ এই সুদীর্ঘ মানব-জীবনের একদিনও সাধুভাবে যাপন করিতে সক্ষম হন না!

"পরে হইবে" বলিয়া কদাচ আত্মার কল্যাণ-সাধনে শিথিল যত্ন হইও না।

সর্ব্বপ্রকার সদনুষ্ঠানের জন্য সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরের বলের উপর নির্ভর করিতে চেষ্টা করিবে। ধন-জনের উপর কিছুই নির্ভর করিও না।

এখনই মুক্তির জন্য ব্যাকুল হও, কদাপি ভবিষ্যতের উপর আশা করিয়া নিশ্চিন্ত হইও না।

সংসারে তোমার মৃত্যু হউক, কেননা তাহা হইলেই তুমি পরমেশ্বরে গিয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারিবে।

সর্ব্বপ্রকার পার্থিব পদার্থের প্রতি আসক্তি-শূন্য হও—নতুবা ব্রহ্মকে লাভ করিতে সক্ষম হইবে না।

নির্ব্বোধ মানব! পরমুহূর্ত্তে তোমার জীবনের খেলা শেষ হইবে কি না যখন তাহা জান না তখন বৃথা সুখের আয়োজনে সংসারে এত অশান্তি আনয়ন কর কি জন্য? তুমি কি জান না তোমার পরিচিত কত ব্যক্তি এই সুখের আশায় কেমন প্রতারিত হইয়াছে!

বর্ষাকালে বৃষ্টিতে প্রান্তর প্লাবিত হইতেছে; কৃষক ভ্রাতৃদ্বয় মহা আনন্দে শস্য রোপণে ব্যস্ত। চারিদিক অন্ধকার—প্রলয় সংসারকে যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে; সে দিকে দৃষ্টি নাই—প্রচুর শস্য লাভের আশায় উৎসাহিত হইয়া শস্য ক্ষেত্রে বসিয়া কার্য্য করিতেছে। হঠাৎ এক প্রচণ্ড বজ্রাঘাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে ভ্রাতাদ্বয়কে কাল সদনে প্রেরণ করিল। এরূপ ঘটনা কি শুন নাই?

কত সহৃদয় মহৎ ব্যক্তি তোমার চক্ষুর সম্মুখে

জীবন পরিত্যাগ করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া চিন্তা করিতে শিক্ষা কর।

কেবল আত্মার কল্যাণ কামনা কর; কেননা আত্মা অনন্ত কাল স্থায়ী।

জীবিতাবস্থায় অক্ষয় ধনে অনন্ত ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাক।

এই সংসারে বাস করিয়াই দেবতাদিগের সহিত সহবাসের জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে প্রস্তুত হইতে থাক। তোমার ইহজীবন শেষ হইলে সাধুগণ আনন্দধ্বনি করিয়া তোমাকে আপনা-দের সমীপে লইয়া যাইবেন।

এই সংসারে প্রবাসীর ন্যায় বাস কর। এ পৃথিবীর কোনও পদার্থেই মমতা রাখিও না। ঈশ্বরে লগ্ন-দৃষ্টি থাক ?

সর্ব্বদা অশ্রুনয়নে প্রার্থনা পরায়ণ হও।

চতুর্ব্বিংশ উপদেশ।

অমর আত্মার কল্যাণের জন্য যে সমুদয় সদনুষ্ঠান করিবে, পরকালে তাহাই তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর হইবে। ইহকালের শরীর ও ইন্দ্রিয় সুখের জন্য যাহা অনুষ্ঠান করিবে, তাহা আপাততঃ প্রিয় হইলেও, পরকালে সে সমস্ত স্মরণ মাত্র তোমার তীব্র যন্ত্রণা হইবে।

যদি এই পৃথিবীতে মনুষ্যের ক্রোধোদ্দীপ্ত আরক্তিম লোচন দেখিয়া তাহার শাসন ভয়ে বিহ্বল হও; তবে যখন ঘোর পাপের হ্রদে নিমগ্ন হইতে অগ্রসর হও, তখন সেই পুণ্যময় নিষ্কলঙ্ক পরমেশ্বর হইতে যে শাসন আসিবে তন্নিমিত্ত ভীত হও না কেন?

যাহাকে এখন প্রিয় বলিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিতেছ, সম্ভবতঃ পরকালে তাহাই তোমার ঘোর অশান্তির কারণ হইবে।

তোমার ঘোর শত্রু হইলেও তাহার মঙ্গল কামনা কর; ক্ষমাশীল হও—কাহাকেও ক্লেশ

দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না ; বিনীতভাবে তাঁহাদে
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ; ক্রোধকে হৃদয়ে স্থা
দিও না ; তবে পরকালে শান্তি লাভ করিতে
পারিবে।

ইহ জীবনে যে পরিমাণে বাসনার বশবর্ত্তী হইবে, পরকালে সেই পরিমাণে অশান্তির যাতনা ভোগ করিতে হইবে।

এই জীবনে যাঁহারা দীনাত্মা পরকালে তাঁহাদেরই কল্যাণ হইবে। যাঁহারা পরমেশ্বরকে সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া সাংসারিক নানাপ্রকার অসুখেও শান্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহারাই ধন্য!

এই পৃথিবীতে যে সামান্য পর্ণকুটীরে বাস করিতেছে, পরকালে হয়ত সে দেবলোকে বাস করিবে। আর যাঁহারা এই পৃথিবীতে রাজা হইয়া অট্টালিকায় রহিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত নিজ অনুষ্ঠিত দুষ্কর্ম্ম সকল স্মরণ করিয়া অনুতাপের জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকিবেন।

শুদ্ধচিত্ত ও নিষ্কলঙ্ক বিবেকযুক্ত আত্মাই পরকালে নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করিবে।

তথায় ধন ও খ্যাতি-লিপ্সা চলিয়া যাইবে। তথায় কর্ম্মশীল যোগীর চির-আনন্দ।

পার্থিব সুখে মত্ত না হইয়া, জীবন যাহাতে শান্ত ও নির্ম্মল ভাবে পরমেশ্বরে নিযুক্ত হইতে পারে, এমত চেষ্টা কর।

মানবাত্মা অনন্ত কালের জন্য ; সুতরাং সামান্য দুঃখভোগ করিয়া যদি অনন্ত কালের সুখের জন্য প্রস্তুত হইতে পার, তবে কেন নির্ব্বোধের মত তাহাতে উদাসীন হইবে।

দশজনের মধ্যে একজন হইয়া, সংসারের সকল সুখগুলি ভোগ করিব এবং পরমেশ্বরকেও লাভ করিব, ইহা কখনই হইতে পারে না। আপনাকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে হইবে ; তাহাতে সংসারের সুখ ভোগ করিতে পাই, অথবা নাই পাই।

যদি ধনমানে সুখ হইত তাহা হইলে বাদশাজী

ফকির হইতেন না; বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী হইতেন না।

ঈশ্বরে প্রীতি সংস্থাপন কর ও তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধনে যত্নবান্ হও, কেননা এই পৃথিবীর আর কিছুতেই সুখ নাই।

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ নবিভেতি কুতশ্চনঃ" যিনি সেই আনন্দ স্বরূপ পবমেশ্বরকে সর্ব্বান্তঃ-করণে আপনার করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি কিছুতেই ভীত হন না।

পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া কদাচ এই প্রলোভন-পূর্ণ সংসারে বাস করিও না; কেননা তাহা হইলে অশেষ যাতনায় তুমি ক্লিষ্ট হইবে।

পঞ্চবিংশ উপদেশ।

আমরা এই সংসারে কেন আসিয়াছি? এই প্রশ্ন সর্ব্বদা স্মরণ রাখিব; এবং পরমেশ্বরের সেবায় নিযুক্ত থাকিব।

এই পৃথিবীতে আমরা একমাত্র পরমেশ্বরকে

অবলম্বন করিয়া জীবিত রহিয়াছি এবং মৃত্যুর পরপারেও সেই পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়াই আমাদের আত্মা চিরকাল থাকিবে।

এজীবনে যাঁহারা সরল প্রাণে পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্যসাধনে রত; তাঁহারাই পরলোকে অনন্ত সুখভোগ করেন।

বিশ্বাসী ভৃত্যের ন্যায় উৎসাহের সহিত প্রভুর সেবায় নিযুক্ত থাক—পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারিবে। তাঁহাকে লাভ করিয়া অনন্ত সুখ ভোগের অধিকারী হইবে; কেননা একমাত্র ঈশ্বরই সুখ-স্বরূপ।

যদি তোমার জীবন অত্যন্ত কলঙ্কিত ও হীন হয়, তাহাতে হতাশ হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই। কাতর প্রাণে অশ্রুপূর্ণ নয়নে দয়াময়ের শরণাপন্ন হও, নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে উদ্ধার করিবেন; কেননা তিনি পাপীর বন্ধু।

যদি একবার পাপে তাপে ব্যাকুল হইয়া সেই পরমদয়ালের শরণাগত হইতে পার, যদি একবার

তাঁহার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে পার, দেখিবে, অচিরে তোমার সকল যন্ত্রণা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে।

ঈশ্বরে একবার আত্ম-সমর্পণ করিয়া তোমার সুখ দুঃখের জন্য আর চিন্তা করিও না। কিন্তু কেবল মাত্র তাঁহাব ইচ্ছার অনুগত হইয়া কার্য্য করিতে প্রয়াস পাইবে। সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে এবং পরে কেবল তাঁহার ইচ্ছা সুসম্পন্ন হইল কিনা, ইহাই দেখিবে।

সৎকার্য্য করিয়া ফল কামনা করিও না; কেননা তাহা হইলে তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করা হইবে।

ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার পক্ষে, আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনের পক্ষে একটী প্রধান বাধা এই যে, অনেকে সাধন সংগ্রামে ভীত হইয়া নিরাশ হন।

তুমি যে সকল দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত ঈশ্বরের সম্মুখীন হইতে পারিতেছ না, পরমেশ্বরকে স্মরণ

করিয়া কায়মনোবাক্যে সে সকল দূর করিবার জন্য চেষ্টা কর, নিশ্চয়ই তুমি সফল মনোরথ হইতে পারিবে। আধ্যাত্মিক জগতের নিয়ম এমনই সুন্দর যে, যদি তুমি একবার একটী পাপের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হও, দেখিবে তুমি অনেক দূরে অগ্রসর হইয়াছ।

পুনঃ পুনঃ সংগ্রামের পর যখন কাতর প্রাণে মানুষ আপনার হৃদয়-নিহিত পাপরাশির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করে, তখন স্বর্গ-রাজ্য তাহার অন্তরে পূর্ণভাবে বিরাজ করে।

যতই শান্তচিত্ত হও না কেন, রিপু দমনের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবে, জ্বলন্ত উৎসাহে প্রাণ পূর্ণ রাখিবে; কেননা ধর্ম্মরাজ্যে শিথিল যত্ন হইলেই তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

আমাদের যে কু অভ্যাসটী যত প্রবল তাহাকে তত বলের সহিত হৃদয় হইতে উন্মূল করিবার জন্য যত্নবান্ হইব; এবং আমার হৃদয়ে যে সদ্-

গুণের সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে, সর্ব্ব প্রযত্নে তাহা লাভের জন্য প্রয়াসী হইব।

পরমেশ্বর সকল সদ্‌গুণের আকর। আমরা যদি নিবিষ্ট চিত্তে তাঁহার স্বরূপ আমাদের হৃদয় মধ্যে অনুভব করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই পূর্ণাদর্শের নিকট আমাদের আত্মার মলিন-ভাবের গাঢ়তা দেখিয়া অধীর হইব।

ভাল যাহা তাহা লাভ করিবার জন্য প্রাণের আবেগ যেন সদা জাগ্রত থাকে। ভাল দেখিবার ও শুনিবার জন্য আমাদের অন্তর যেন সর্ব্বদা ব্যাকুল ও পিপাসু হয়।

অপরের দোষ দেখিয়া বিশেষ বিচার না করিয়া, হঠাৎ তাহার সংশোধনে প্রবৃত্ত হইও না।

হায়! মানব মাত্রেই যদি ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ ও পবিত্রভাবে উত্তেজিত হয়, তাহা হইলে আমাদের কত না আনন্দ হয়।

আর তাহা না হইয়া যদি দেখি যে সকলে পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া, ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়া

পশুর ন্যায় আচরণ করিতেছে, তাহা হইলে প্রাণ দারুণ মর্ম্মপীড়ায় ব্যথিত হয়।

বরং পশু হওয়াও ভাল, তথাপি ধর্ম্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত মানুষ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। কেনমা ধর্ম্মবিহীন মনুষ্য পশু অপেক্ষা ভয়াবহ।

শিশু যেমন স্বচ্ছদর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া তন্মধ্যস্থ, তাহার সদৃশ শিশুকে ধবিবাব জন্য ব্যাকুল হয়, সেইরূপ তুমিও আত্মারূপ নির্ম্মল দর্পণের মধ্যে পরমেশ্বরের স্বরূপ দেখিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হও।

প্রকৃত সাধক রোগে অথবা শোকে, বিপদে অথবা নির্য্যাতনে ব্যথিত হন না। তিনি সর্ব্বদাই বলেন "প্রভো! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

আত্ম-সংযম নিতান্ত প্রযোজনীয়—আত্মসংযম ব্যতিরেকে সাধকের নিস্তার নাই।

স্বেচ্ছাচারী ও সুখী হইতে কামনা করিও

না; কেননা তোমার অভিলাষই যে সংসিদ্ধ হইবে এমত কোনও কথা নাই।

প্রকৃত ভক্ত কি বলেন? তিনি বলেন "হায়! হায়! আমি জীবন ভুলিয়া, মৃত্যু ভুলিয়া যদি মন প্রাণের সহিত দিবানিশি তাঁহারই গুণকীর্ত্তন করিতে পারি তবেই ধন্য হই।"

আহার নিদ্রা ভুলিয়া একমাত্র ঈশ্বরের সেবায় এবং আত্মোন্নতি সাধনে নিযুক্ত থাক।

প্রকৃত সাধুভক্ত সন্তান মানুষের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে চাহেন না—তিনি দয়াময়ের নামে সঞ্জীবিত।

যিনি প্রকৃত ব্রহ্মপরায়ণ, তিনি সম্পদে স্ফীত হয়েন না, বিপদেও ভীত হয়েন না; কেননা তিনি ঈশ্বরে জীবিত থাকিয়া স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। তাঁহার সেবায় সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকেন।

সময় গেলে আর পাইবে না। বিনা আয়াসে বিনা যত্নে কেহ কথনও ধর্ম্মলাভ করিতে সক্ষম

হন নাই। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সময়ের সদ্ব্যবহার কর।

জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত আত্মোন্নতি সাধনে উদ্যত হও পরমেশ্বর তোমার সহায় হইবেন।

উৎসাহ ও সযত্ন পরিশ্রম বিনা ধর্ম্মলাভে সমর্থ হইবে না। পাপ ও রিপু দমনে যে পরিমাণ আয়াস ও অধ্যবসায় প্রয়োজন তাহার সহিত কার্য্যের ও শারীরিক পরিশ্রমের তুলনাই হয় না।

সামান্য কুঅভ্যাস গুলির প্রতিও উদাসীন হইও না; কেননা তাহা হইতেই তোমার পতন হইতে পারে।

সর্ব্বদা সজাগ থাকিবে; আলস্যকে অন্তরে স্থান দিবে না। সর্ব্বদা সংসারে নির্লিপ্ত থাকিয়া বৈরাগ্যের ভাব উদ্দীপিত করিতে প্রয়াসী হইবে।

আধ্যাত্মিক অবস্থা।

প্রথম উপদেশ।

পরমেশ্বর তোমার আত্মার অভ্যন্তরে বাস করিতেছেন; সংযত-চিত্ত হইয়া তাঁহাকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হও।

বাহিরের ব্যাপার হইতে চিত্ত-আকর্ষণ করিয়া অন্তশ্চক্ষু উন্মীলন কর, তোমার অন্তরে স্বর্গরাজ্যের শোভা দেখিয়া আনন্দে অধীর হইবে।

সংসারের অপবিত্র বিষয় সমূহ হইতে আত্মাকে রক্ষা কর। কেননা আত্ম-শুদ্ধি না হইলে ঈশ্বর দর্শনের বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে সক্ষম হইবে না।

পরমেশ্বর দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন। শুভ-মুহূর্ত্ত দেখিলেই তোমাকে দর্শন দিয়া চরিতার্থ করিবেন।

পরমাত্মা ও মানবাত্মার পরস্পর সাক্ষাৎ পরম

শুভযোগ। ভক্তের আত্মা পরমেশ্বরের নিকট সেই শুভক্ষণে আপনার মনের কথা জ্ঞাপন করেন। পরমেশ্বর অমৃত-সিঞ্চন দ্বারা তাঁহার প্রিয় সন্তানকে তৃপ্ত করেন।

বিশ্বাসী হও; হৃদয় প্রস্তুত কর; তোমার হৃদয়ের স্বামী—জগতের ঈশ্বর, তোমার অন্তরে আসীন হইয়া তোমাকে চরিতার্থ করিবেন।

তোমার মন ও সমুদয় বৃত্তি যাহাতে ঈশ্বর-লাভের অনুকূল হয়, তাহার জন্য যত্নবান্ হও। সাবধান! যে হৃদয় তোমার প্রভুর বসিবার পবিত্র আসন তথায় যেন সংসারের সামগ্রীকে স্থান দিয়া কলঙ্কিত করিও না!

যদি ঈশ্বর লাভের জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, আত্মীয় স্বজন পর হইয়া যায়, তাহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইও না;—তুমি যদি একবার সেই সার-ধনের অধিকারী হইতে পার, তাহা হইলে তোমার আর কোন অভাবই থাকিবে না।

লোক-বল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু পরমেশ্বর তোমার আজীবন সহচর। বিপদকালে যখন সকলে তোমাকে পরিত্যাগ করিবে, তখন পরমেশ্বর তোমার অন্তরে অবস্থান করিয়া অভয় দান করিবেন। পরমেশ্বর তোমার পরকালের একমাত্র সঙ্গী।

দুর্ব্বল মানুষের উপর নির্ভর করিয়া প্রতারিত হইও না; কেনন| তিনি পরমাত্মীয় হইলেও তোমাকে সকল সময় সত্যের পথে লইয়া যাইতে সমর্থ নহেন। তদ্ভিন্ন যে মানুষ আজ তোমার সহায়, সে কাল তোমার শত্রু হওয়া বিচিত্র নহে। সে সময় তাহার বন্ধুতা হারাইয়া যেন তুমি ব্যথিত না হও।

সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরের উপর নির্ভর কর; তাঁহাকে ভয় কর, তাঁহাকে প্রেম কর। তোমার জন্য যাহা করিতে হয় তিনিই করিবেন, তোমার যাহা কল্যাণ-কর, তোমাব অপেক্ষা তিনি তাহা বিশেষ অবগত আছেন।

এ পৃথিবী তোমার শিখিবার ক্ষেত্র। সংসারের সুখে নিদ্রা যাইও না। একমাত্র পরমেশ্বরই তোমার আরামের ও শান্তির নিকেতন ; তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বিপদে পড়িবে।

তুমি অমৃত-রাজ্যের যাত্রী ; অনন্তকালেও তোমার উন্নতির বিরাম হইবে না। এই পৃথিবী তোমার জীবন-পথের একটী পান্থশালা মাত্র ; এখানে নিশ্চিন্তভাবে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য প্রয়াস পাইও না, কিন্তু যদি শ্রান্তি বোধ হয় কাতর প্রাণে সেই দয়াময়ের শরণাপন্ন হও। আশ্বস্ত হইবে।

পৃথিবীর কোনও পদার্থে আসক্ত হইও না। একমাত্র ঈশ্বরের প্রেমে নিমগ্ন হইতে চেষ্টা কর।

অনেক সাধু-ভক্ত সন্তান এই সংসারে নানা-প্রকারে নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন, অতএব তুমি যদি মনুষ্য-কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হও কদাপি নিরাশ হইও না।

তুমি যতই ভাল হও নিন্দুকের জিহ্বা, শত্রুর

কুটিল বুদ্ধি তোমার বিরুদ্ধে নিযুক্ত থাকিবেই; কেননা তদ্ব্যতিরেকে তোমার হৃদয়ের দৃঢ়তা সম্পাদিত হইবে না।

যদি একবার পরমেশ্বরের প্রেমের কিঞ্চিৎ আস্বাদন প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে সংসারের সুবিধা বা অসুবিধা ও নিন্দুকের নিন্দার প্রতি তোমার ভ্রূক্ষেপও থাকিবে না। ঈশ্বর প্রেমের এমনই গুণ যে, তাহার আস্বাদনে তোমার চিত্ত শত্রুকেও মিত্র জ্ঞান করিতে সক্ষম হইবে।

সত্যের প্রতি অনুরাগ সংস্থাপন করিতে যত্নশীল হও; সংসারাসক্তি দূর কর—তোমার চিত্ত সহজেই ঈশ্বরের সহবাসে ধাবিত হইবে। আত্মা উন্মুক্ত হইতে থাকিবে এবং পবিত্র আনন্দ-স্রোত তোমার হৃদয়কে ভাসাইতে থাকিবে।

পরমেশ্বর যখন ভক্তের চক্ষুর অঞ্জন হন, মানুষ তখনই যাবতীয় পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকে।

যাঁহার অন্তর ঈশ্বর-সত্তায় পূর্ণ, তিনি বাহি-

রের বিষয়ে ব্যথিত হন না। তিনি কালাকাল নির্ব্বিশেষে ধর্ম্মালোচনায় নিরত থাকেন।

যাঁহার জীবন পবিত্র, তিনি বাহিরের বিষয়ে মগ্ন হন না, সুতরাং তিনি কথনই আত্ম-বিস্মৃত হইয়া বহুকাল অসদচারণে প্রবৃত্ত থাকিতে পারেন না। ভ্রমবশতঃ পদ-স্খলন হইলেও শীঘ্রই তাঁহার চেতনা হয়।

অবস্থার বিপর্য্যয়ে তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না। তাঁহার চিত্ত সকল অবস্থারই অনুকূল।

তাঁহার হৃদয় ও মন প্রশান্ত—তিনি মানুষের প্রতিকূলতাচরণে ভীত অথবা ব্যথিত হন না।

যিনি অবস্থার দাস তাঁহার পক্ষেই এ সংসার ও জীবন ভার-স্বরূপ।

তোমার চিত্ত যদি পাপের স্পর্শ হইতে সম্যক্ মুক্ত থাকে, তবে এ পৃথিবীর সকল অবস্থাই তোমার প্রীতি-সংসাধন করিয়া তোমাকে পবিত্রতার রাজ্যে অগ্রসর করিতে থাকিবে।

তুমি যে অনেক সময় অশান্তি এবং যন্ত্রণা

ভোগ কর, তাহার নিগূঢ় কারণ এই যে, তুমি এখনও সম্পূর্ণরূপে আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের হস্তে আপনাকে অর্পণ করিতে পার নাই; এবং তোমার বাসনারও বিরাম হয় নাই।

সাংসারিক পদার্থের প্রতি নিরতিশয় ভোগ-বাসনা থাকাতেই আমাদের এই প্রকার দুরবস্থা।

বাহিরের সুখের আশায় জলাঞ্জলি না দিলে, কদাচই স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ তোমার অদৃষ্টে ঘটিবে না।

দ্বিতীয় উপদেশ।

কে তোমার শত্রু হইল, কে তোমার মিত্র থাকিল, এ চিন্তা অন্তরে স্থান দিও না। তুমি পবিত্র প্রাণে—যাহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছ তাহার অনুষ্ঠান কর। পরমেশ্বর তোমার সহায়।

চিত্ত শুদ্ধ হইলে তুমি দেখিতে পাইবে যে, পরমেশ্বর তোমাকে বিপদ হইতে সতত রক্ষা করিতেছেন। পরমেশ্বর যাঁহার রক্ষক মানু-

যের সহস্র যত্ন তাহার অনিষ্টসাধন করিতে পারিবে না।

সহিষ্ণুতা শিক্ষা কর। পরমেশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাক। সুযোগ উপস্থিত হইলেই তোমাকে তিনি সত্যের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। তোমার শত চেষ্টায় তুমি দুর্ঘটনার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেনা। একমাত্র ঈশ্বরই তাহা হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম।

নম্র হও—ঈশ্বর দীনাত্মাকেই সর্ব্বদা শান্তি বিধান করেন। এবং তিনি স্বয়ং তাহার হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

যথার্থ বিনীতাত্মাকে পরমেশ্বর ধীরে ধীরে আপনার ক্রোড়ে আকর্ষণ করেন। দীনাত্মা তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম লাভ করে!

যদি তুমি আপনাকে সকলের নিকট হীন

স্থান করিতে না পার, তবে বুঝিবে অদ্যাপি ধর্ম্ম রাজ্যে প্রবেশ করিতে পার নাই।

তৃতীয় উপদেশ।

অগ্রে আপনার চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন কর, পরে অপরকে সান্ত্বনা করিতে প্রয়াস পাইও।

ধীর ও শান্ত প্রকৃতিক জীবন, জন-সমাজের বিশেষ কল্যাণকারী। যাহার স্বভাব উগ্র তাহার দ্বারা জগতের কুশল নষ্ট হয়। শান্ত ব্যক্তি অনিষ্ট হইতেও ইষ্ট ফল প্রসবের সহায়তা করিতে সক্ষম।

যিনি সদা শান্ত ও সন্তুষ্ট তাঁহার চিত্ত সন্দেহাকুল নহে,—সদা প্রফুল্ল। যাহার চিত্ত অসন্তুষ্ট, তাহার প্রাণ নানা প্রকার চিন্তায় ক্লিষ্ট। এরূপ ব্যক্তি আপনি শান্তি সুখানুভবে অক্ষমত হইবেই সে অপরকেও তল্লাভে বাধা দিয়া থাকে।

যাহা না বলিলে ভাল হইত, বা যাহা না

করিলে ভাল হইত—এরূপ ব্যক্তি তাহাই বলে এবং তাহাই করে।

যাহা তাহার কর্ত্তব্য সে তাহা সম্পাদন করিতে চাহেনা, কিন্তু অপরের কর্ত্তব্যের ত্রুটি তাহার অসহ্য।

তুমি অপরের দিকে দৃষ্টি না করিয়া আপনার দিকেই দৃষ্টি কর, আপনার দুর্ব্বলতা দূর করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমার ঐ প্রকার প্রবৃত্তি থাকিবে না।

নিজের অপরাধ স্বীকার করিতে শিক্ষা করিবে এবং অপরের দোষ ক্ষমা করিবে।

অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতি লোকের সহিতও সরল ভাবে মিশিতে চেষ্টা করিবে।

যদি উৎশৃঙ্খল হও নিশ্চয়ই তুমি অত্যন্ত ক্লেশ পাইবে।

চতুর্থ উপদেশ।

মানবাত্মার সংসারাসক্তির আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য দুইটী উপাদান নিতান্ত আবশ্যক। প্রথম সরলতা, দ্বিতীয় পবিত্রতা।

সরল অন্তরে, পবিত্র ভাবে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবামাত্র তিনি আমাদের হৃদয়ে আসিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করেন।

যদি তোমার অন্তরের ভাব বিশুদ্ধ হয়, কোনও সদনুষ্ঠানেই তুমি বাধা প্রাপ্ত হইবে না।

যদি তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় অনুগত হইতে ইচ্ছাকর এবং সরল ও পবিত্র ভাবে মনুষ্য মণ্ডলীর সেবা করিতে কামনা কর, তোমার অন্তর সমস্ত আসক্তির বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।

তোমার অন্তর যদি সরল ও সাধু হয়, পৃথিবীর নরনারীর মুখছবি দেখিয়া নিশ্চয় তোমার হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ হইবে। এই পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ পরমেশ্বরের প্রেমের নিদর্শন।

তোমার অন্তর পবিত্র হইলে তুমি অবাধে পরমেশ্বরের এই প্রেম হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে। যাঁহার অন্তর দয়াময় পরমেশ্বরের প্রেমে পূর্ণ হইয়াছে, তাঁহার দুর্জ্ঞেয় কিছুই থাকে না।

যাঁহার অন্তরে নিয়ত প্রেমের তরঙ্গ উঠিতেছে, তাঁহার সমক্ষে এই জগৎ প্রেমে মাখা ভিন্ন আর কি বোধ হইবে?

এই পৃথিবীতে যদি কাহারও কথনও বিমল আনন্দ উদয় হইয়া থাকে, তবে সম্যক্ প্রকারে শুদ্ধাত্মা মানবেরই তাহা হওয়া সম্ভব।

আর যদি হৃদয় দগ্ধকারী মর্ম্মপীড়ার ভীষণ জ্বালা দেখিতে চাও, তবে সেই কৃপাপাত্র ব্যক্তির নিকট গমন কর, যে বিবেককে পাপের দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়াছে।

অঙ্গার জ্বলন্ত বহ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে যেরূপ তাহা হইতে জ্বলন্ত তেজ বহির্গত হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে পরমেশ্বরে চিত্ত সমাধান করিয়াছেন, তাঁহার অন্তর সমুদয় কলঙ্কিত ভাব

হইতে মুক্ত হইয়া, এক সম্পূর্ণ নূতন ভাব ধারণ করে।

তুমি যদি একবার আপনার প্রকৃতির উপর জয়লাভ করিতে পার, নিঃশঙ্কচিত্তে ধর্ম্মের পথে চলিয়া যাইবে। মলিনাত্মা ব্যক্তি যে সকল হইতে ভীত হয় সে সমুদয় আর তোমার দৃষ্টির মধ্যে থাকিবে না।

পঞ্চম উপদেশ।

আমরা আপনারা কিছুই নই। আমরা সময়ে সময়ে পরমেশ্বরের নিকট হইতে যে আলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহাও আমাদের যত্নের অভাবে আমরা রক্ষা করিতে সক্ষম হইনা।

আমাদের অন্তর যে কি গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা অনুভব করিতেই আমরা সমর্থ নই।

আমরা প্রায়ই অপরাধ করি—আবার এমনই পরিতাপের বিষয় যে, তাহা ক্ষালন করিতে গিয়া

অনেক সময় পূর্ব্বকৃত অপরাধের লঘুতা না হইয়া তাহা আরও গুরুতর হইয়া পড়ে।

আমরা অনেক সময় সাময়িক উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া—তাহাকেই প্রকৃত উৎসাহ মনে করিয়া প্রতারিত হই।

আমরা অপরের নিকট হইতে কোনও প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক, কিন্তু আমাদের দ্বারা অনেকে যে নানা প্রকার অসু-বিধা ভোগ করেন, আমরা তাহা একটুও ভাবিয়া দেখি না।

আমরা যদি আপনার আচরণ বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অপরের আচরণ অনেক পরিমাণে ক্ষমার চক্ষে দেখিতে সমর্থ হই।

আত্ম-দর্শন প্রখর হইলে মানুষ আর আপ-নাকে ছাড়িয়া অপরের আচরণ দেখিবার জন্য ব্যস্ত হয় না।

সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরের ক্রীত দাস হও।

বাহিরের বিষয়ে আর তোমাকে চঞ্চল করিতে পারিবে না।

আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া অপরের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কে কবে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভে সক্ষম হইয়াছে ?

যদি যথার্থ মনের শান্তিলাভ করিতে ইচ্ছা কর; যদি লক্ষ্য স্থির রাখিতে বাসনা থাকে; সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আত্ম-দর্শনে মনোযোগী হও।

যদি তোমার সংসার কামনা বলবতী থাকে জীবন কখনই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না।

পরমেশ্বরে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন ভিন্ন আর কিছুই যেন তোমার বাঞ্ছনীয় না হয়।

পরমেশ্বর, অসীম, অনন্ত ও মহান্। তিনি এই সমুদয় বিশ্ব পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনি আত্মার স্বামী এবং হৃদয়ের বিমল আনন্দবিধাতা।

ষষ্ঠ উপদেশ।

যে সাধু-মানবের বিবেক নিষ্কলঙ্ক, তিনিই ধন্য। যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ তাঁহার হৃদয়ে চির-আনন্দ বিরাজ করিতেছে।

যাঁহার চিত্ত এইরূপ প্রসন্ন তিনি বিপদভয়ে ক্লিষ্ট হন না।

মলিন চিত্ত সর্ব্বদা শঙ্কিত ও সন্দিগ্ধ। যাহারা সর্ব্বদা পাপে রত তাহাদের অন্তরে প্রকৃত বিমল আনন্দেরও উদয় হয় না, এবং তাহারা কখনও শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হয় না।

বিপদের মধ্যেও যাঁহাদের চিত্ত প্রসন্ন, তাঁহারাই যথার্থ প্রেমিক। যাঁহারা সাধু তাঁহারা মানুষের প্রশংসায় মুগ্ধ হন না। তাঁহারা যে হর্ষ প্রকাশ করেন তাহার মূল পরমেশ্বর। তাঁহাদের আনন্দ সত্যস্বরূপ হইতে প্রবাহিত হইতেছে।

যাঁহার অন্তর মনুষ্যের প্রশংসা ও নিন্দাবাদে

চঞ্চল হয় না, তিনিই যথার্থ প্রেমিক। তাঁহার বিবেক বিশুদ্ধ, তিনি সদা শান্ত ও সন্তুষ্ট।

মানুষের প্রশংসায় সাধুর পবিত্রতা বৃদ্ধি পায় না। তাহার নিন্দায় অপরাধের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় না। তুমি যদি বুঝিতে পার তুমি বাস্তবিক কি? তাহা হইলে মানুষের কথায় তোমার কর্ণপাত করিতে প্রবৃত্তি হইবে না।

মনুষ্য বাহির দেখে—পরমেশ্বর ভিতর দেখেন। মনুষ্য কার্য্য দেখে—পরমেশ্বর অভিপ্রায় দেখেন।

প্রকৃত দীনাত্মার লক্ষণ এই যে, তিনি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও কদাপি আত্মাভিমান করেন না।

যিনি প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমিক, তিনি বাহিরে সেই প্রেমের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য প্রয়াস পান না।

মানুষ স্বয়ং আপনার গৌরব করিলে কখনও তাহার গৌরব ঘোষিত হয় না। পরমেশ্বর

যাঁহাকে কৃপা করেন তিনিই গৌরবান্বিত হন!

যথার্থ ধর্ম্ম জীবনে বাহ্যিক ব্যাপারে আসক্তি থাকে না। কেবল মাত্র ঈশ্বর সহবাসই সে জীবনের লক্ষ্য।

সপ্তম উপদেশ।

যিনি পরমেশ্বরে প্রীতি সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই ধন্য। সমগ্র হৃদয়ের সহিত যিনি তাঁহাকে প্রীতি করিতে সক্ষম হই-য়াছেন—তিনি মনুষ্য হইলেও দেবতা।

পৃথিবীর 'যাবতীয় পদার্থ, যাবতীয় নরনারী আমাদের প্রিয় হইলেও—পবমেশ্বর আমাদের প্রিয়তম। আমরা এই প্রিয়তমের জন্য যেন সমুদয় পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত না হই।

একমাত্র পরমেশ্বরে সমুদয় প্রেম অর্পণ কর। তাঁহা হইতে কদাচই বঞ্চিত হইবে না। এই

পৃথিবীর পদার্থে মমতা যত গাঢ় হইবে—চরমে তোমাকে তত শোক পাইতে হইবে।

পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী সামগ্রীকে অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকিও না; নিত্য ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া থাক, চিরকাল অটল থাকিবে।

পরমেশ্বরকে পরমাত্মীয় জানিয়া তাঁহাকে প্রীতি কর। তাঁহার প্রতি তোমার হৃদয়ের সমুদয় ভালবাসা, সমুদয় স্নেহ অর্পণ কর;—যখন এই পৃথিবীর কিছুতেই তোমাকে শান্তি দিতে সক্ষম হইবে না, তখন একমাত্র শান্তিদাতা ঈশ্বরই তোমাকে রক্ষা করিবেন।

তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর—একদিন তোমাকে এই পৃথিবীর আত্মীয় স্বজন, যশ মানও ঐশ্বর্য্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। অতএব জীবনে এবং মরণে সেই এক-মাত্র ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও। যাঁহার আশ্রয়ে থাকিলে তুমি সকল অশান্তি হইতে রক্ষা পাইবে।

পরমেশ্বরের ইচ্ছা এই যে, তিনি তোমার হৃদয়ের অদ্বিতীয় স্বামী হইবেন। যদি অপর বাসানকে হৃদয়ে স্থান দাও তবে কখনই প্রভু তোমার হৃদয়ে বসিবেন না।

ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া মানুষের উপর নির্ভর করিও না,—হতাশ হইবে।

এই সংসার সাগরে পরমেশ্বর পর্ব্বতস্বরূপ। তুমি এই সাগরে ভাসমান হইয়া তৃণের সমান অপর একটী মানুষকে ধরিয়া কখনই রক্ষা পাইতে পার না। অচল পর্ব্বতের এক পার্শ্বে গিয়া সংলগ্ন হইবার প্রয়াস কর।

কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হও। কেননা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সুখের পশ্চাতে ধাবিত হইলে নিশ্চয়ই তোমার অশেষ দুর্গতি হইবে।

তুমি যদি তাঁহাকে না লইয়া আপনার গৌর-বেরই পশ্চাতে ধাবিত হও,—ইহা সম্ভব যে তুমি প্রচুর যশ মান উপার্জ্জন করিবে, কিন্তু তাহাতে

তোমার চরমে বিশেষ অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা। কেননা মানুষ যদি ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া আত্ম-গৌরব অনুসন্ধানে ব্যগ্র হয়, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবীর শত্রু তাহার যে অনিষ্ট সাধন করিতে সমর্থ না হয়, সে স্বয়ংই আপনার সেই অনিষ্ট সাধন করে।

অষ্টম উপদেশ।

যখন পরমেশ্বরের আবির্ভাব হৃদয়ে অনুভূত হয় তখন সমস্তই প্রসন্ন। কিন্তু যখন তাঁহাকে হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হই, তখন সমস্তই ঘোর তমসাচ্ছন্ন। যখন হৃদয়েশ্বর হৃদয়ে অবস্থিতি করেন, তখন আমরা আনন্দে ভাসিতে থাকি!—আর তিনি যখন অদৃশ্য হন, তখন প্রচুর সুখের কারণ সত্ত্বেও আমরা শোকে কাতর!

আমরা যখন সাশ্রুনয়নে নিজ দৌর্ব্বল্য স্মরণ করিয়া মর্ম্ম পীড়ায় অধীর হই, তখন ঈশ্বর স্বয়ং

আসিয়া আমাদিগকে যে সান্ত্বনা প্রদান করেন, তাহা কেমন মধুর!

ঈশ্বরকে যদি প্রাণে না পাই, তবে সমুদয়ই শুষ্ক বলিয়া বোধ হয়!

হায়! আমরা কি নির্ব্বোধ যে সেই রস-স্বরূপকে কামনা না করিয়া নীরস সামগ্রীর উপাসনা করিয়া হতাশ হই!

সেই রস-স্বরূপ তৃপ্তি-হেতুকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট্ হইয়াও সুখ নাই!

ঈশ্বর বিহীন ঐশ্বর্য্যে কি সুখ আছে? ঐশ্বর্য্যের মধ্যে যতক্ষণ ঈশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছা দেখিতে পাই, ততক্ষণই তাহা ভোগ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারি;—নতুবা বিষয় ভোগ বিষ তুল্য!

ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া রাজপ্রাসাদ দুর্গন্ধময় নরক! আর তাঁহাকে লইয়া দরিদ্রের মলিন পর্ণকুটীরও স্বর্গের অমরাপুরী।

যখন পরমেশ্বরের সহায়তা তোমার উপর

কার্য্য করে, কোন শত্রুই তখন তোমার অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না।

যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি পরম ধনে ধনী—পৃথিবীর যাবতীয় সম্রাটের ঐশ্বর্য্য তাঁহার বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হয় না। যিনি এই সমস্ত ভূমণ্ডল এক ইঙ্গিতে প্রলয় স্রোতে ভাসাইয়া দিতে পারেন—তাঁহার সহিত পৃথিবীর কতকগুলি সামান্য ধূলির তুলনাই হইতে পারে না!

পার্থিব ঐশ্বর্য্য থাকিলেই কেহ ধনী হয় না। যিনি পরমেশ্বরের প্রেমে নিমগ্ন তিনি নিরন্ন হইলেও ধন-কুবের;—আর ঈশ্বরবিহীন,ধর্ম্মবিহীন দিক্‌পালও অতিশয় কৃপাপাত্র—মুষ্টি ভিক্ষার প্রত্যাশী!

পরমেশ্বরকে যত্নের সহিত প্রাণে রক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ কার্য্য! যাঁহার চিত্ত প্রশস্ত অথচ ভৃশবৎ কোমল, তিনিই ঈশ্বর সহবাসের উপযুক্ত। শান্ত, ভক্ত, ও পবিত্র হও, তুমিও তাঁহার সহবাস লাভে সমর্থ হইবে।

অতি সাবধানে তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিতে হয়। সংসারাসক্তির আভাস মাত্র হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইলে, পরমেশ্বরের প্রকাশ সে হৃদয়ে অসম্ভব হয়।

যে হৃদয়ে পরমেশ্বরের প্রভুত্ব দৃঢ়-মূল নহে। সেই হৃদয়ই যথার্থ অনাথ! অনাথ হইয়া এ পৃথিবীতে থাকিও না—পদে পদে তোমাকে প্রবৃত্তির দাসত্ব করিতে হইবে।

ঈশ্বরের অনুরোধে যদি সমস্ত পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও যেন আমরা সঙ্কুচিত না হই। কেননা তিনিই আমাদের একমাত্র প্রিয়তম বন্ধু।

পরমেশ্বরের মুখ চাহিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র তোমার প্রেম বিস্তার হউক। তাঁহার প্রেমময় মুখ যখন আমাদের হৃদয়ে প্রকাশ হয়, তখন শত্রু মিত্র সমস্ত এক হইয়া যায়।

পরমেশ্বর ভিন্ন যেন আর কেহ তোমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ প্রীতির সামগ্রী না হয়। পরমেশ্বরকে হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান কর।

চিত্তকে পবিত্র ও সমুদয় বন্ধন হইতে সর্ব্বদা মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে। যদি সেই অমৃত-স্বরূপের আস্বাদন লাভ করিতে বাসনা কর, তবে সম্যক্ পবিত্র চিত্ত হইয়া, সমগ্র হৃদয় তাঁহার সম্মুখে খুলিয়া দিতে হইবে।

পবিত্র বিশ্বাসাগ্নি যাঁহার হৃদয়কে একবার স্পর্শ করিয়াছে, সর্ব্বপ্রকার বাসনা, সমস্ত পাপ-রাশি দগ্ধ করিয়া, ঈশ্বর তাঁহাকেই আপন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

যদি কখনও দেখ যে, ঈশ্বরের কৃপার হস্ত তোমাকে স্পর্শ করিয়া আবার অদৃশ্য হইয়াছে, তাহা হইলে নিরাশ হইও না। সবল হৃদয়ে তাঁহারই কৃপার ভিখারী হইয়া দণ্ডায়মান থাক। পরমেশ্বর তোমাকে আবার কৃপা করিবেন। প্রচণ্ড নিদাঘের উত্তাপে যখন পৃথিবী শুষ্ক হয়, সুস্নিগ্ধ বর্ষাবারি আসিয়া আবার ধরাকে সিক্ত করে।

নবম উপদেশ।

যদি আমরা একবার পবিত্র স্বর্গীয় সুখের আস্বাদন পাই, তাহা হইলে এই পার্থিব সুখ আর আমাদিগকে তৃপ্ত করিতে সক্ষম হয় না!

যখন পরমেশ্বর প্রীত হইয়া পাপীর অন্তরে প্রকাশিত হন, তখন পাপী এই পৃথিবীতে স্বর্গের বিপুল সুখ ও শোভা উপভোগ করিয়া মুগ্ধ হয়!

এই পৃথিবীতে সাধুভক্ত সন্তানেরা দরিদ্র ও অত্যাচারে পিষ্ট হইয়াও কখনও ম্লান-মুখ হন না! কেননা রাজরাজেশ্বর তাঁহার সখা। তাঁহার মুখ চাহিয়া তিনি সকল দুঃখভার অক্লেশে বহন করেন!

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কলিকাতা নগরীতে যখন একমাত্র পরব্রহ্মের পূজা সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে প্রয়াস পাইতেছিলেন; তখন তাঁহাকে কত না ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল! অনেকে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল! কিন্তু

তিনি কিছুতেই ভীত হন নাই! ঈশ্বরের প্রেমে সঞ্জীবিত ছিলেন বলিয়া সর্ব্বসাধারণের বিরাগ ভাজন হইয়াও তিনি ভীত হন নাই।

অতএব এই পৃথিবীর পরমাত্মীয় নর নারীর মুখ চাহিয়া যেন আমরা সেই প্রিয়তমকে পরিত্যাগ না করি।

এই পৃথিবীর বন্ধুতার বিচ্ছেদ হইলে বিষাদিত হইও না। কেননা সেই প্রেমাস্পদের সহিত যতদিন না সখ্যতা স্থাপন করিতে পারিবে, কিছুতেই তোমার শান্তি হইবে না।

অনেক সাধনার পর মানুষ পরমেশ্বরের কৃপা লাভ করিতে সক্ষম হয়। হৃদয়ে পাপের লেশ মাত্র থাকিলেও তাঁহার কৃপা উপভোগ করা যায় না!

কিন্তু সাবধান! তোমার সাধনের কোনও মূল্য নাই! ঈশ্বরের কৃপাই তোমাকে রক্ষা করিবে! কিন্তু তোমার অন্তর পবিত্র না হইলে তুমি কৃপা লাভ করিতে সক্ষম হইবে না!

যখন পরমেশ্বর কৃপা করিয়া তোমার হৃদয়ে সাধুভাব প্রেরণ করিবেন, তখন কৃতজ্ঞ চিত্তে অবনত মস্তকে তাহা গ্রহণ করিবে। কেন-না তোমার তপস্যার বলে কখনই তুমি তাঁহার প্রসাদ লাভের উপযুক্ত হইতে পার না; তিনি দয়া করিয়া তোমার প্রতি প্রসন্ন না হইলে তুমি কোনও রূপেই ধার্ম্মিক হইতে পারিবে না!

যদি তোমার, পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়া থাকে, যদি তোমার হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও সাধু ভাবের উদ্রেক হইয়া থাকে, সাবধান যেন অহঙ্কার আসিয়া তোমার হৃদয়ে উপস্থিত না হয়। বিনীত হও, তাহা হইলে তাঁহার প্রসাদ ভোগ করিয়া চরিতার্থ হইতে পারিবে।

যদি দেখ তোমার অন্তরে ঘোর অশান্তি আসিয়াছে, নিরাশ হইও না। সুস্থ ও শান্ত চিত্তে উর্দ্ধমুখে সেই মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা কর, যখন পরমেশ্বর স্বয়ং আসিয়া তোমাকে সান্ত্বনা প্রদান করিবেন! এবার উজ্জ্বল প্রকাশে দয়াময় তোমাকে সুখী করিবেন।

সাধু যাঁহারা তাঁহারাও সময়ে সময়ে এইরূপ শুষ্কতা অনুভব করিয়া থাকেন! নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বর সহবাস মানবজীবনে বড়ই দুর্ল্লভ! কিন্তু সাধু-জীবনের লক্ষণ এই যে, যখন প্রেমময় তাঁহার অন্তরে আর প্রকাশিত থাকেন না, তখন সাধু অস্থির হইয়া উঠেন! তুমি দেখিবে তোমারও সে ভাব হয় কি না।

আমরা যতক্ষণ ঈশ্বরের পবিত্র সহবাসে থাকি ততক্ষণই আমরা জীবিত; যখন তিনি আমা-দের হৃদয়ে আত্মস্বরূপ প্রকাশ না করেন—তখনই আমরা মৃত! শরীর হইতে আত্মার বিচ্ছেদ মৃত্যু নহে। কিন্তু ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হওয়াই প্রকৃত মৃত্যু!

আমি সাধুদিগের সহবাসেই থাকি; পরমা-ত্মীয়ের সঙ্গেই থাকি; ধর্ম্ম গ্রন্থই আলোচনা করি, অথবা পবিত্র ব্রহ্মসঙ্গীতই শ্রবণ করি, যদি আমার অন্তরে ঈশ্বর প্রেম না থাকে, সমুদয়ই নিষ্ফল! আমি নিতান্ত হীন!

এই প্রকার শুষ্কতা ও মৃত্যুর সময়ে দুইটী উপায় আমাদের অবলম্বন করা উচিত। প্রথম, ধৈর্য্য ; দ্বিতীয়, আপনার শক্তির উপর কিছুমাত্র নির্ভর না রাখিয়া পরমেশ্বরের কৃপায় নির্ভর করা।

এমন সাধু মহাত্মা এই পৃথিবীতে কেহই নাই, যিনি কখনও না কখন শুষ্কতার যাতনায় অস্থির হইয়া চারিদিক্ অন্ধকার না দেখিয়াছেন!

প্রাচীন ঋষিদিগেরও অনেকে প্রলোভনে পড়িয়া ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছিলেন, পুরাণে এইরূপ উল্লেখ আছে!

উৎকট তৃষ্ণায় যাঁহার কণ্ঠ বিশুষ্ক না হইয়াছে তিনি জলের আস্বাদন গ্রহণ করিতে অসমর্থ! পরমেশ্বর যে সাধু ভক্তদিগকে মধ্যে মধ্যে অন্ধকারে ফেলেন তদ্দ্বারা তাঁহারা আরও অধিক অধ্যবসায়ের সহিত তাঁহাকে পুনরায় লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হন!

এই সংসারে অনেকে ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিয়া অহঙ্কারকে হৃদয়ে স্থান দিয়া পতিত হইয়াছেন।

সুতরাং সময়ে সময়ে দুঃখ, অশান্তি ও শুষ্কতা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

দশম উপদেশ।

এই পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন সুখের আশা করিও না। অধ্যবসায় শিক্ষা কর; পুনঃ পুনঃ ক্লেশ ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও যেন তোমার মন অবিচলিত থাকে।

মানুষ মাত্রেই নিরবচ্ছিন্ন বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে অভিলাষী; কেননা এই পৃথিবীর সমুদয় সুখই ক্ষণিক। কিন্তু আপনার ইচ্ছামত কেহ কখনও সেই সুখের অধিকারী হইতে পারে না।

বৃথা আত্মাভিমান এবং আত্ম-প্রত্যয় ধর্ম্ম-জীবনের কীট-স্বরূপ। ইহারা ঈশ্বরের কৃপাস্রোত হৃদয়ে আসিতে বাধা প্রদান করে।

পরমেশ্বর তাঁহার কৃপাবারি বর্ষণে আত্ম-

দিগকে সাধুতার পথে লইয়া যাইতেছেন। কিন্তু আমরা আত্মাভিমানে তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি।

আমরা যখন প্রাণে পরমেশ্বরের কৃপার নিদর্শন দেখিতে পাইব, তখন যেন আমরা অবনত মস্তকে দয়াময়ের দান গ্রহণ করিয়া তাঁহার গৌরব ঘোষণা করি! নতুবা আত্মাভিমান আমাদিগকে শীঘ্রই তাহা হইতে বঞ্চিত করিবে।

অহঙ্কারীব উচ্চ হৃদয়ভূমিতে ঈশ্বরের কৃপা বারি দাঁড়াইতে পারে না। যেরূপ উচ্চ ভূমির জলরাশি নিম্নভূমিতে বহিয়া গিয়া স্থিতি করে, সেইরূপ যাঁহাদের হৃদয় প্রকৃত নম্র তাঁহারাই ঈশ্বরের কৃপা উপভোগ করিয়া থাকেন।

যে শান্তি আসিয়া আমার প্রাণের ব্যাকুলতা নষ্ট করিয়া দেয়, এবং যে প্রশান্ত ধ্যানের ভাব আসিয়া আমাকে অহঙ্কারে লিপ্ত করে আমি তাহা চাই না! কেননা তাহাতে কখনই আমার আত্মার কল্যাণ হইতে পারে না।

মধুর ভাবমাত্রই পবিত্র ও সাধু নহে; ইচ্ছা-মাত্রই ঈশ্বরানুগত নহে।

আমি পরমেশ্বরের কৃপা পাইতে অভিলাষী—যাহাতে আমাকে নম্র এবং ধর্ম্মভীরু করিবে; এবং বৈরাগ্য শিক্ষা দিবে।

যিনি নিজ অপবাধে ঈশ্বরের অযাচিত কৃপা হইতে একবার বঞ্চিত হইয়াছেন, তিনি পুনরায় আর কখনও আত্মাভিমান প্রকাশ করেন না। তিনি আপনাকে অত্যন্ত হীন ও দীনাত্মা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

পরমেশ্বর দয়াময় বলিয়া তাঁহার নামের গৌরব কর; আর তুমি পাপী সর্ব্বদা আপনাকে দীনাত্মা জ্ঞান করিতে শিক্ষা কর।

অত্যন্ত বিনীত হও—পরমেশ্বরের যথোচিত কৃপা তোমার উপর অজস্র বর্ষণ হইবে; সকলের পদ-দলিত হও, তিনি তোমাকে সকলের মস্তকের উপর স্থান দিবেন।

সাধু-মহাজন যাঁহারা তাঁহারা সর্ব্বদাই আপনা-

দিগকে অতীব দীন জ্ঞান করেন। ভক্তমাত্রেরই স্বভাব এই যে, তাঁহারা আপনাদিগকে উন্নত ভাবিতে পারেন না।

যাঁহারা সত্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, যাঁহারা ঈশ্বরের মহিমা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা আত্ম-গৌরব হেয় জ্ঞান করেন।

যাঁহারা পরমেশ্বরে অটলভাবে স্থিতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, অহঙ্কার কি কখনও তাঁহাদের অন্তরে স্থান পাইতে পারে?

তোমার কল্যাণকর যাহা কিছু তৎসমস্তই ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইতেছ; সুতরাং তোমার আত্ম-গৌরব করিবার কিছুই নাই। একমাত্র পরমেশ্বরের মহিমা ঘোষণা কর।

অতি সামান্য বিষয়ও দয়াময়ের দান বলিয়া কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে গ্রহণ কর, সেই সামান্য বিষয় কত বড় হইয়া যাইবে! ভক্তের চক্ষে ঈশ্বরের দান সর্ব্বদাই প্রিয়।

যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহারা কখনই ঈশ্বর কৃপা সামান্য জ্ঞান করিতে পারেন না। দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার অযাচিত কৃপাগুণে মলিন মানবকে যাহা প্রদান করেন, বিশ্বাসী তাহা সামান্য হইলেও তাঁহার দয়ার ভাব অনুভব করিয়া অবাক্ হইয়া থাকেন।

এমন কি, যখন তাঁহারা দারুণ ক্লেশে নিপতিত হন, তখনও সেই ক্লেশের মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত দেখিয়া আনন্দিত হইয়া থাকেন; কেননা তাঁহারা বিশ্বাস করেন, যে, মঙ্গলময় ঈশ্বর সর্ব্বদাই আমাদের কল্যাণ কামনা করেন।

যিনি সর্ব্বদা ঈশ্বর সহবাস করিতে বাসনা করেন, তিনি তাঁহার কৃপা বর্ষণ হইলে কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিয়া পুলকিত হন; এবং আবার যখন হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায় তখনও হতাশ না হইয়া ধীরভাবে, বিনীত চিত্তে প্রার্থনা পরায়ণ হইয়া তাঁহার কৃপার ভিখারী হইয়া ঊর্দ্ধমুখে অপেক্ষা করেন।

একাদশ উপদেশ।

স্বার্থসিদ্ধির মানসে কখনও পরমেশ্বরের সেবা করিও না একটু ভাবের জন্যও যদি তুমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থী হও তাহাতেও তুমি কলঙ্কিত হইবে। যাহারা অহেতুকী ঈশ্বর প্রেম কামনা না করিয়া হৃদয়ের কোন ভাব বিশেষকে চরিতার্থ করিয়াই তৃপ্ত হয়, তাহারা ঈশ্বর প্রেমিক নহে—তাহারা আত্ম-সুখ কামনা করে। যিনি প্রকৃত সাধু তিনি পরমেশ্বরকে না দেখিয়া স্থির থাকিতে পারেন না—তাই তাঁহারা তাঁহার জন্য ব্যাকুল, কোনও স্বার্থবশতঃ নহে।

সর্ব্বপ্রকার আত্ম-ভাব বিবর্জ্জিত হইয়া তাঁহার শরণাগত হইতে না পারিলে তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হওয়া যায় না।

এই পৃথিবীর সমুদয় মমতা শূন্য হইয়া সম্পূর্ণরূপে দীনাত্মা হও, তবে ঈশ্বর প্রেম-রস আস্বাদন করিতে সক্ষম হইবে।

যদি তুমি সমস্ত পরিত্যাগ কর, কঠোর তপ-

শ্চর্য্যা কর, নানাপ্রকার জ্ঞানে বিভূষিত হও; অনেক সদ্‌গুণ যদি তোমাকে আশ্রয় করিয়া থাকে;—জীবন্ত ধর্ম্মভাবও যদি লাভ করিয়া থাক; তথাপি তোমার এমন একটী অভাব পূর্ণ হইতে অবশিষ্ট আছে,যাহার জন্য পরমেশ্বর লাভে বঞ্চিত হইবে—তাহা সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ! ঈশ্বরের হস্তে আপনাকে একবারে সমর্পণ করিতে সক্ষম না হইলে, জীবন ঈশ্বরময় হইবে না।

অতএব তোমার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও যখন দেখিবে যে তাহাকে লাভ করিতে পারিতেছ না তখন ইহাই বিশ্বাস করিবে, যে তুমি পবিত্র-স্বরূপকে লাভ করিবার এখনও উপযুক্ত হও নাই। যদি তখনও বুঝিতে পার যে তুমি পরমেশ্বরের নিতান্ত অধম সন্তান—তবেই তুমি যথার্থ দীনাত্মা!

এইরূপে যে সাধু সাধন করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ ভক্ত; তিনি দরিদ্র হইয়াও ধনী--তিনি স্বাধীন—তিনি ঈশ্বরের গৌরবে গৌরবান্বিত।

দ্বাদশ উপদেশ।

সময়ে সময়ে অন্তর শুষ্ক হইবে; আত্মীয় স্বজনের উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইবে; নিরাশা আসিয়া প্রাণকে গ্রাস করিবে। কিন্তু তখন তুমি কি করিবে? নিজের যত্নে এ সমুদয় হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পরিবে না। একমাত্র ভগবানের মঙ্গলময় ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে, হৃদয়ে বলের সঞ্চার হইবে; সমস্ত বিষাদ চলিয়া যাইবে।

বিষাদের ঘনমেঘ যখন পাপীর হৃদয়কে গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে; নিরাশার প্রচণ্ড বায়ু যখন চারিদিক হইতে প্রবাহিত হইতে থাকে; সেই বিপদের সময় কে রক্ষা করে? একমাত্র পরমেশ্বর তখন হৃদয়ে উদিত হইয়া পাপীকে আশ্বস্ত করেন।

সুখ অথবা শান্তি লাভের জন্য ব্যস্ত হইও না; ঈশ্বরের হস্তে সমস্ত অর্পণ করিয়া সর্ব্বান্তঃ-করণে তাঁহারই কৃপার ভিখারী হও।

সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে তাঁহারই ইচ্ছার জয় ঘোষণা কর, পৃথিবীতে স্বর্গ সুখ অনুভব করিতে পারিবে।

যখন সুখে আছ, তখন দুঃখের জন্য প্রস্তুত থাকিবে; যখন সম্পদের সুখভোগে বাস করিতেছ তখন বিপদের তাড়নার জন্য প্রস্তুত থাকিও, কেননা পরমেশ্বর তোমার উন্নতির জন্য যাহা বিধান করিবেন, তাহা তোমার পক্ষে দুঃখ ও বিপদ বলিয়া বোধ হইলেও সে সমস্তই তোমার মঙ্গলের জন্য।

ত্রয়োদশ উপদেশ।

আমরা যদি তাঁহা হইতে বঞ্চিত হই, তাহা হইলে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থে আমাদিকে সুখী করিতে পারিবে না। আর আমরা যদি তাঁহাকে লাভ করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে পৃথিবীর সমস্ত সামগ্রী হইতে বঞ্চিত হইলেও, আমাদের হৃদয় শান্তি হারা হইবে না।

পৃথিবীর পণ্ডিতগণ আমাদিগকে উপদেশ দেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের ভাষা, তাঁহাদের জ্ঞান, তাঁহাদের বাক্য আমাদিগকে সকল সময় জীবন দিতে পারে না। তাঁহারা ভাল কথা বলেন, উচ্চ ধর্ম্মের আভাস তাঁহাদের জীবনে দেখি, কিন্তু আমরা জীবন-মৃত এ মৃতজীবনে সে সমস্ত বিফল হইয়া যায়! জীবন্ত দেবতা যদি আমাদের প্রাণে না আসেন, তিনি যদি আমাদিগকে স্বয়ং পথ না দেখান, আমরা মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকি। তাঁহারা যাহা বলেন যদি তিনি হৃদয়ে প্রকাশিত না হন,তবে সে সমস্তই বাহিরে পড়িয়া থাকে—হৃদয়ে স্থান পায় না।

হে পরমেশ্বর! বাহিরের উপদেশে প্রাণ পাইলাম না। গ্রন্থ পাঠ করিয়াও মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চার হইল না। কত চেষ্টা করিতেছি—কোনও মতেই তোমার সহবাস সুখ অনুভব করিতে পারিতেছি না। প্রাণ তোমার অভাবে শান্তি হারা হইয়াছে। এই পৃথিবীতে আমার

জীবন বিফলে চলিয়া যাইতেছে। জীবনের উদ্দেশ্য অদ্যাপিও স্থির হইল না। আজও আমার প্রাণ অবলম্বন শূন্য হইয়া রহিল। নাথ! কি করিব বলিয়া দাও! যখন অনন্ত জীবনের কথা স্মরণ হয়,যখন ভাবি মৃত্যুর পরপারে অনন্তলোকে আমার অনন্ত জীবন স্থিতি করিবে, তখন বুক ফাটিয়া যায়—কাঁদিয়া বিহ্বল হই। হায়! এমন অধিকার পাইয়া কি করিলাম! দেব! তুমি দয়া কর! তুমি কৃপা না করিলে এজীবন ত সুখের হইবে না! আমার জীবন আমাকে কেমন শূন্য শূন্য বোধ হইতেছে! বাস্তবিক ইহা ত সেরূপ নয়। আমার জীবনে তোমার অপার মহিমা—গূঢ় উদ্দেশ্য লুক্কায়িত আছে। হে পরমেশ্বর! তুমি একবার আমাকে দেখা দিয়া সেই আবরণ সরাইয়া দাও!

চতুর্দ্দশ উপদেশ।

পাপাসক্ত মানুষ বিবেকেব কথা, ঈশ্বরের বাণী বলিয়া স্বীকার কবে না! মানুষ কামনার অধীন হইয়া, তাহাকেই চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত। ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় অবগত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে যত্নবান্ হয় না!

এই পৃথিবী সামান্য ক্ষণস্থায়ী সামগ্রী প্রদান করে, এবং মানুষ আগ্রহেব সহিত তাহারই পশ্চাতে ধাবিত হয়! কিন্তু পরমেশ্বর নিত্য ও পবিত্র সামগ্রী দিবার জন্য আমাদিগকে বিবেকের দ্বারা আহ্বান করিতেছেন—হতভাগ্য আমরা সে দিকে কর্ণপাতও করিতেছি না।

এই পৃথিবীর ধন রত্ন লাভ করিবার জন্য, পার্থিব প্রভুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মানুষ কত পরিশ্রম এবং কত যত্ন করে! সামান্য অর্থের লোভে মানুষ কত দূর দেশে আত্মীয় বান্ধব হইতে বিযুক্ত হইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু অনন্ত সুখ-শান্তি

ও পবিত্রতাময় সেই প্রভুর সেবার জন্য আমরা কিছুই করিনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যদি এই পৃথিবীর সামান্য সুখের জন্য এত আয়োজন আবশ্যক হয়, তবে অনন্ত সুখের জন্য কি কোনও আয়োজনেব আবশ্যকতা নাই ?

ধিক্ আমাদিকে যে আমরা ধূলির জন্য স্বাস্থ্য নাশ করি, আয়ুঃক্ষয় করি, আর অনন্ত জীবনের অনুরোধে কিছুই করিতে প্রবৃত্ত হই না! আমাদের কি ভয়ানক আত্মার বিকৃতি ঘটিয়াছে! সত্য লাভে আমাদের আনন্দ হয় না, আমরা বৃথা অহঙ্কারে আসক্ত।

পৃথিবীর ধনমানের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া মানব অনেক সময় কৃতকার্য্য না হইয়া ভগ্ন অন্তরে নিরাশ হইয়া পড়ে—জীবন ভার স্বরূপ জ্ঞান করে। হায়! তাহারা যদি এই সামান্য অনিত্য সুখৈশ্বর্য্যের পশ্চাতে ধাবিত না হইয়া, সেইরূপ আগ্রহের সহিত পুণ্য পবিত্রতা ও ঈশ্বরানুরাগ বর্দ্ধনের জন্য পরিশ্রম, ও অধ্যবসায় স্বীকার করিত, তাহা

হইলে জীবন সুখময় হইত। ঈশ্বরের নিকট হইতে তৃষিত আত্মা কখনই শুষ্ককণ্ঠে ফিরিয়া আসে না।

মানুষ যদি বিশ্বাসী ভৃত্যের ন্যায় সেই পরম প্রভুর সেবায় নিযুক্ত থাকেন, পরমেশ্বর তাঁহার অসীম কৃপা গুণে চিরকাল তাঁহাকে ক্রোড়ে স্থান দান করেন। তিনি সেবকের পাতা ও রক্ষা কর্ত্তা।

পঞ্চদশ উপদেশ।

প্রেম উপার্জ্জন করিতে যত্নশীল হও। প্রেম বিনা ধর্ম্মলাভ করা দুরূহ। প্রেমিকের নিকট বিষাদ হর্ষ আনিয়া দেয়; তাঁহার নিকট সমস্ত অসুখ সুখে পরিণত হইয়া যায়। কেননা যেখানে ভালবাসা আছে সেখানে অতিশয় গুরু ভারেও সুখ বোধ হয়।

পরমেশ্বরে যিনি প্রকৃত প্রেম অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি সংসারের নীচতার অনেক উর্দ্ধে বাস করিতেছেন। তাঁহার চিত্ত মুক্ত—

সংসারের মলিন ভাব সকলে আবদ্ধ নহে। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি সদা জাগ্রত।

প্রেমেই সৌন্দর্য্য, প্রেমেই সাহস, প্রেমেই উদারতা, প্রেমেই মহত্ত্ব, প্রেমেই সুখ। এই পৃথিবীতে প্রেমের তুল্য পদার্থ আর কিছুই নাই। পরমেশ্বর প্রেম-স্বরূপ—এ সংসারের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য অসীম কৃপাগুণে মানবাত্মাকে তিনি এই অমূল্য ধনের অধিকারী করিয়া দিয়াছেন।

যিনি এতাদৃশ প্রেমের তত্ত্ব অবগত হইয়া সমুদয় অপবিত্র পদার্থ হইতে দূরে থাকিয়া সেই পবিত্রতার আধার একমাত্র পরমেশ্বরে আপনার হৃদয়ের সমুদয় প্রেম অর্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি মুক্ত—তিনি পাপের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন।

পরমেশ্বর মানবাত্মার সর্ব্বস্ব, তাঁহাকে ছাড়িয়া মানবাত্মার যাহা কিছু সাধুতা তাহার কিছুই থাকে না। কেননা যাহা কিছু সৎ ও সাধু সমুদয়ই তাঁহা হইতে আমরা প্রাপ্ত হই।

প্রেমের আশ্চর্য্য স্বভাব। প্রেম কি না চায় তাহা বুঝা যায় না। প্রেম অসীম অনন্ত ঈশ্বরকে ধরিয়া প্রাণে রাখিতে চায়!

প্রকৃত প্রেমিক আপনার প্রেমাস্পদের অনুরোধে অসাধ্য সাধন করিতে ভার বোধ করে না। নিজ শক্তির অতীত হইলেও প্রেমাস্পদের মুখ চাহিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয় এবং প্রায়ই আনন্দের সহিত ফল লাভ করিয়া সুখী হয়। অপ্রেমিক তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া থাকে!

প্রেম নিয়ত সতর্ক; প্রেমিক নিদ্রিত হইয়াও সজাগ। ভগদ্ভক্ত মানব পরিশ্রান্ত হইতে জানে না। উৎপীড়িত হইয়া নিরস্ত হওয়া তাহার প্রকৃতি নহে। ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে সে কথনই বিহ্বল হয় না। যত হতাশার কারণ লক্ষিত হয়, যত বাধা তাহার পথে উপস্থিত হয়, প্রেমিক নির্ভীকচিত্তে অদম্য ও জলন্ত উৎসাহের সহিত আপন পথে তত অগ্রসর হইতে থাকে—আর সমুদয় বাধা বিঘ্ন যেন তাঁহার হস্ত স্পর্শে দুই পার্শ্বে সরিয়া যাইতে থাকে।

প্রেমিক যখন আনন্দে উন্মত্ত হইয়া অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে বলিয়া উঠেন "প্রেমাস্পদ পরমেশ্বর! তুমি আমারই!" তখন স্বর্গরাজ্যে ঈশ্বরের সিংহাসন কাঁপিয়া উঠে!!

হে পরমেশ্বর! তুমি আমার অন্তরে তোমার স্বর্গীয় প্রেম প্রচুর পরিমাণে বিতরণ কর! প্রেম বিনা আমার অন্তর তোমাকে আস্বাদন করিতে সক্ষম হইতেছে না! পরমেশ্বর! তুমি রসস্বরূপ, কিন্তু আমার শুষ্ক প্রেম বিহীন অন্তর তোমাকে আস্বাদন করিতে পারিতেছে না! তোমার পবিত্র প্রেমে আমাকে জীবিত কর! আমি তোমার প্রেম সাগরে ডুবিয়া যাই! আমি প্রেমিক হইয়া আপনাকে পরিত্যাগ করিব। প্রেমের গীত গাইব! প্রেমময়েয় ভিকারী হইব; আমার আত্মা সেই প্রেমময়ের গুণগানে মত্ত হইবে! এমন অধিকার এজীবনে কবে পাইব?

প্রেমিক অলস নহেন; ক্রমাগত পরিশ্রমেও তিনি কাতর হন না। প্রেমিক পুরস্কারের প্রত্যা-

শায় কার্য্য করেন না। কেননা তিনি জানেন যে, প্রেমাস্পদের ইচ্ছাই তাঁহার সমুদয় চেষ্টার নিয়ামক। অপর পুরস্কারের কথা তিনি ভাবিতেও অক্ষম।

প্রেমিক কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া ভাল হয়েন না। অপরে তাঁহার সহিত সরল ব্যবহার করিবে এই প্রত্যাশায় তিনি সরল বা বিশ্বাসী হয়েন না, অথবা সকলে তাঁহাকে ভাল বাসিবে বলিয়া তিনি সকলকে ভাল বাসেন না। কিন্তু তাঁহার প্রেমাস্পদ তাঁহাকে যেরূপ আচরণ করিতে আদেশ করেন, তিনি ইতি কর্ত্তব্য জ্ঞান-শূন্য হইয়া তাহারই অনুষ্ঠান করেন। অহঙ্কার অমৃতরূপে আসিয়া তাঁহাকে ভুলাইতে পারে না; গৌরব তাঁহার চক্ষে বিষ স্বরূপ।

সকল অবস্থায় অম্লান বদনে পরমেশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিতে শিক্ষা কর। ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হইয়া বিপদে সম্পদে দৃঢ় পদ থাকিতে চেষ্টা কর—পরমেশ্বর তোমাকে প্রেমদান করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

ষোড়শ উপদেশ।

সামান্য প্রতিকূলতায় যদি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া বিভ্রান্ত হও, তবে তুমি প্রেমের তত্ত্ব এখনও বুঝিতে পার নাই। কেননা যথার্থ প্রেমিক বুঝেন যে আপদে ও সম্পদে সর্ব্বত্রই ঈশ্বর। যথার্থ ভক্ত প্রলোভন বা প্রতিকূলতায় স্খলিত-পদ হন না।

তোমার হৃদয় পুষ্পের প্রতি পত্রে সেই পবিত্র দয়াময় নাম অঙ্কিত করিয়া দিবারাত্রি তাহা ধ্যান কর—প্রলোভন হইতে রক্ষা পাইবে।

হে পবিত্রস্বরূপ! তুমি শুদ্ধ—তুমি নিষ্কলঙ্ক! আমি সংসারের ঘৃণিত জীব—আমি কোন্ সাহসে তোমার পবিত্র নাম এই কলঙ্কিত রসনায় গ্রহণ করিব! প্রভো! আমার আর কোনও উপায় নাই। একমাত্র তুমিই আমার আশ্রয়! তুমি কৃপা করিয়া আমাকে পবিত্রতার পথে লইয়া চল!

সরল অন্তরে তাঁহাকে ডাক, সত্যের পথে দাঁড়াইতে পারিবে। সত্য ভিন্ন এই পৃথিবীতে

তুমি কখনই পরিত্রাণ পাইবে না। সত্য তোমাকে কুমন্ত্রণার হস্ত হইতে রক্ষা করিবে,সত্যই তোমাকে ন্যায়ের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে। সত্য লাভ কর নির্ভয় অন্তরে এই পৃথিবীতে বাস করিতে পারিবে। সত্য-স্বরূপের শরণাগত হও তিনি তোমাকে সত্য যাহা তাহা শিক্ষা দিবেন। তিনি তোমাকে সত্যের সুদৃঢ় বর্ম্মে আবরিত করিবেন। পাপ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

পাপ স্মরণ করিয়া শোক করিতে পারিতেছ কি? সৎকার্য্য করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা সুসম্পন্ন হইল এই কথা বলিতে পারিতেছ কি? যদি তাহা না পার তবে তোমার নিশ্চিন্ত হইবার কথা নয়।

আমরা রিপুর দাস—আমাদের গৌরব করিবার কি কিছু আছে? আমি এত দুর্ব্বল এত ঘৃণিত যে তাহা অনুভব করিতেও আমি অক্ষম! একমাত্র পরমেশ্বরই জানেন আমি কি? আমরা মানুষের চক্ষে ধূলি দিতে পারি; কিন্তু সর্ব্বদর্শী

পরমেশ্বর আমাদের অন্তরের অন্ধকারময় স্থান সকল সর্ব্বদা তাঁহার চির-উন্মীলিত চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতেছেন!

যাহা নিত্য যাহা আমাদের এই শরীর ও জড় জগতের ধ্বংসের সঙ্গে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, তাহা লাভ করিবার জন্যই সচেষ্ট থাকে।

অনেকে মুক্তি আকাঙ্ক্ষা না করিয়া ঈশ্বর তত্ত্বলাভ করিয়া অহঙ্কৃত ভাবে পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইবার কামনা করে। সাবধান! এরূপে পরিত্রাণ লাভ হয় না। ইহাতে ঘোর বিপদে পতিত হইতে হয়!

অনেকে বলিয়া থাকে "এইটী ঈশ্বরের অন্যায়"! সাবধান! এইরূপ বিচার করিও না! তিনি দ্বিধাশূন্য, ন্যায়বান্, মঙ্গলময় পরম পুরুষ। তুমি আপনার অন্যায় ও ত্রুটি অনুসন্ধান কর ধার্ম্মিক হইতে পারিবে।

অনেকে মুখে ও বাহিরের আবরণে ধর্ম্মভাব দেখাইয়া ক্ষান্ত থাকেন ইহাতে সর্ব্বনাশ হয়।

কেন না হৃদয় যদি ধর্ম্মভাবে পূর্ণ না হয় তবে অন্তঃসার শূন্য বাক্য অথবা অনুষ্ঠান কি কখনও আমাদিগকে পরিত্রাণ করিতে পারে।

সময়ে সময়ে আমাদের অন্তর যখন ঈশ্বর-প্রেমবিহীন হইয়া শুষ্ক ও পীড়াদায়ক হয়, তখন আমরা যদি সেই বিপজ্জনক অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া সেই অবস্থার হস্ত হইতে মুক্তি লাভের জন্য ব্যাকুল হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঈশ্বর অচিরে আমাদের অন্তরে শান্তিবিধান করিবেন।

যখন তোমার কু অভ্যাস তোমাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইবে—পরমেশ্বরের নিকট কর-যোড়ে বল ভিক্ষা করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে। দেখিবে ঈশ্বর প্রসাদে তোমার চিত্ত প্রসন্ন, নির্ম্মল ও প্রশান্ত ভাব ধারণ করিবে।

সপ্তদশ উপদেশ।

তোমার অন্তর যদি ধর্ম্মভাবে পূর্ণ হইয়া থাকে, সাবধান তজ্জন্য জনসমাজে সর্ব্বদা তাহার পরি-

চয় প্রদান করিওনা। সর্ব্বদা সশঙ্কিত অন্তরে অকৃতী অধম বিবেচনায় আপনাকে লুক্কায়িত রাখিবে। কিন্তু এইরূপ আত্মাবজ্ঞায়ও বিশেষ অবধানতার প্রয়োজন, কেননা এতাদৃশ ভাব অতি প্রবল হইলে তাহাতেও অনর্থ ঘটিয়া থাকে।

সর্ব্বদা অন্তর ভাল ভাবে সিক্ত থাকিলেই তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির লক্ষণ মনে করিবে এরূপ নহে; কিন্তু যখন এই সরল ভাব চলিয়া যায় যখন অন্তর দারুণ শুষ্কতা গ্রস্ত হয়, যখন প্রাণে অতিশয় অশান্তি উপস্থিত হয়, তখন ধীর ও শান্তভাবে পরমেশ্বরের কৃপার প্রতীক্ষা করিয়া থাকাই বিশেষ প্রয়োজন। চিত্তের এইরূপ ভয়ঙ্কর অশান্তির সময় কদাপি উপাসনা ও প্রার্থনা হইতে বিরত হইবে না, এবং তোমার দিবসীয় নিত্যব্রত-ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হইও না কেননা তাহা হইলে তোমার আর শীঘ্র শান্তি লাভের সম্ভাবনা থাকিবে না।

অনেকে যতক্ষণ সুবিধা বোধ করেন, মন যতক্ষণ সুখে ভাসিতে থাকে, ততক্ষণ ঈশ্বরোপাসনাদিতে যোগ দান করেন—ততক্ষণ ধর্ম্ম-কর্ম্মে আপনাদের সম্পর্ক রাখেন। আবার কেহ কেহ অনুষ্ঠিত কার্য্যে কৃতকার্য্য না হইলে তাহা হইতে বিরত হন। কিন্তু প্রকৃত উৎসাহী ধর্ম্মপিপাসুর লক্ষণ এরূপ নহে—তিনি কোন সদনুষ্ঠানে বাধা প্রাপ্ত হইলে বা তাঁহার মানসিক শান্তির বিঘ্ন ঘটিলেও সৎকার্য্য হইতে পরাঙ্মুখ হন না। ইহারই নাম সাধন।

ইহা আমাদের বিশেষ জানা আবশ্যক, আমাদের ইচ্ছা বা সুবিধামত সমুদয় ব্যাপার চলিবে না। এ বিষয়ে আমাদের কোনও হাত নাই। পরমেশ্বর কাহাকে ফলভাগী করিবেন, কাহাকেই বা ক্ষমতা দিবেন, কাহাকেই বা সুখী করিবেন—কাহার কি প্রয়োজন, তাহা তিনিই জানেন। আমরা ফলাফল তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া যাইব।

যখন তোমার অন্তর কোন কারণে হতাশ হইয়া পড়িবে তখন যেন তুমি ঈশ্বরের মঙ্গল বিধানের উপর সন্দিহান না হও।

হে পরমেশ্বর! তুমি আমাকে যখন পরিত্যাগ কর, আমি তখন মৃতের ন্যায় এই জগতে পড়িয়া থাকি! আমার তখন সকল মনুষ্যত্ব চলিয়া যায়! তুমি যতক্ষণ আমাব অন্তরে বাস কর আমি ততক্ষণ জীবিত থাকি! আমি ততক্ষণ মানুষ থাকিয়া সাধু কার্য্যে নিযুক্ত থাকি। হে প্রভু! তুমি অন্তরে সদা সর্ব্বদা বিরাজিত থাক! আমি তোমার প্রেমময় মূর্ত্তি হৃদয়ে দর্শন করিয়া সুখী হই!

হে পরমেশ্বর! একমাত্র তুমিই তোমার অসীম দয়াগুণে আমাকে সর্ব্বদা সৎপথে রক্ষা করিতেছ! একমাত্র তুমিই আমাকে অমঙ্গল ও প্রলোভনের গ্রাস হইতে রক্ষা করিতেছ!

হে দেব! আমি নিতান্ত কৃপাপাত্র দীন! তুমি অযাচিত ভাবে আমাকে যাহা প্রদান

করিয়াছ আমি কোন মতেই সে সকলের উপযুক্ত নই। কিন্তু তুমি ভাল মন্দ বিচার না করিয়া নিরবচ্ছিন্ন আমাদের কল্যাণ সাধন করিয়া থাক! যাহারা প্রত্যক্ষ ভাবে তোমার সৎপথের বিরুদ্ধে চলিতেছে তাহাদের প্রতিও তুমি কৃপাবর্ষণে ক্ষান্ত নও! তোমার মহিমা আশ্চর্য্য!!

প্রভো! আমি যেন বিনীত ও পবিত্র হৃদয়ে, সকৃতজ্ঞ অন্তরে, নির্ভীক চিত্তে, উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম সাধন করিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারি! তোমার নিকট আমার এই প্রার্থনা। তুমি কৃপা করিয়া আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ কর!